বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট

["ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরি এফরেস্টেশন এন্ড রিফরেস্টেশন প্রজেক্ট (সিআরপিএআরপি)" এর কার্যক্রমের উপর]

বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশন্যাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত ।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট

["ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরি এফরেস্টেশন এন্ড রিফরেস্টেশন প্রজেক্ট (সিআরপিএআরপি)" এর কার্যক্রমের উপর]

বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশন্যাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত ।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ	-
	Abbreviation	-
	সারসংক্ষেপ	১
	নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণসমূহ ও ফলাফল	২
	নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ	৩
১.	ভূমিকা	৫-১৪
	১.১. নিরীক্ষার পটভূমি	৫
	১.২. প্রকল্পের বিবরণ	৫
	১.২.১ প্রকল্পের সারসংক্ষেপ	৫-৬
	১.২.২ প্রকল্প এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান	৬-৭
	১.২.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	৮
	১.২.৪ প্রকল্পের কার্যাবলী	৮
	১.২.৫ প্রকল্পের অর্থায়ন	৯-১১
	১.২.৬ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ	১২
	১.২.৭ প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ	১২
	১.২.৭.১ কম্পোনেন্ট ১ঃ বনায়ন ও পুনর্বনায়ন	১২
	১.২.৭.২ কম্পোনেন্ট ২ঃ বন নির্ভর সম্প্রদায়ের জন্য বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তা	১৩
	১.২.৭.৩ কম্পোনেন্ট ৩ঃ বনজ সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৪
	১.২.৭.৪ কম্পোনেন্ট ৪ঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	১৪
২.	**নিরীক্ষা সম্পর্কিত**	১৪-২৩
	২.১ নিরীক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য	১৪
	২.২ নিরীক্ষার ইস্যু, উদ্দেশ্য ও মানদন্ডসমূহ	১৫
	২.৩ নিরীক্ষার আওতা/পরিধি	২০
	২.৪ নিরীক্ষা কৌশল ও পদ্ধতি	২০
	২.৫ অডিট স্যাম্পলিং	২১
	২.৬ নিরীক্ষার জনবল	২৩
৩.	নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশমালা	২৪-৫০
৪.	উপসংহার	৫১
৫.	পরিশিষ্ট	৫৩-৭০
৬.	শব্দকোষ	৭১-৭২

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত Climate Resilient Participatory Afforestation and Reforestation Project (CRPARP) এর ০১ জুলাই ২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের কার্যক্রমের উপর বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনা মূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে পারফরমেন্স অডিট সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারি অর্থায়ন ও ব্যয় ব্যবস্থাপনার মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও ফলপ্রসূতা যাচাই করে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়ম সমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ পারফরমেন্স অডিটের মূল উদ্দেশ্য।

৩। জলবায়ু বিপদাপন্নতা মোকাবেলার উদ্দেশ্যে গঠিত বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রিজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত Climate Resilient Participatory Afforestation and Reforestation Project (CRPARP) এর কার্যক্রমের উপর প্রথম বারের মতো পারফরমেন্স অডিট সম্পাদন করা হয়। এতে প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি যেমন- নতুন বনায়নের জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন না করা, যৌথ তহবিল ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম, সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী নির্বাচনে নীতিমালা অনুসরণ না করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ দূর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে চিহ্নিত ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহের পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ০৫টি ইস্যুর আওতায় ১৮টি নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ এ বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষায় বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত Government Auditing Standards এবং পারফরমেন্স অডিট ম্যানুয়েলে বর্ণিত নীতি ও পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, পারফরমেন্স অডিটের সাথে সংশ্লিষ্ট International Standard of Supreme Audit Institution (ISSAI) সমূহ এবং INTOSAI WGEA কর্তৃক প্রণীত Auditing the Government Response to Climate Change: Guidance for Supreme Audit Institutions-এ বর্ণিত নির্দেশনাসমূহও এ নিরীক্ষায় অনুসৃত হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

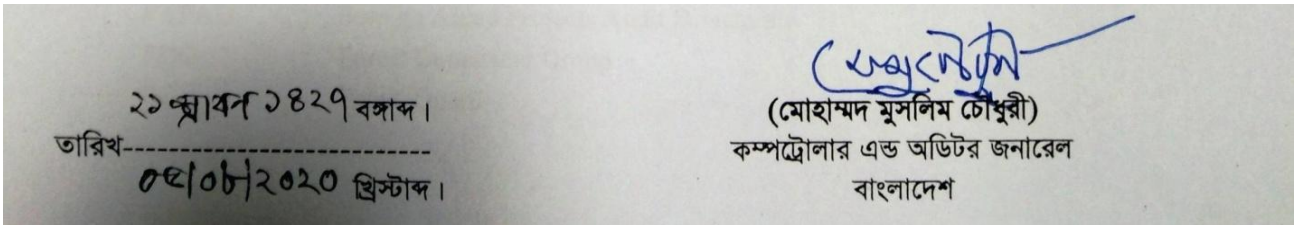

ABBREVIATIONS

ACF	:	Assistant Conservator of Forest
ADP	:	Annual Development Program
AF	:	Arannayk Foundation
AIG	:	Alternative Income Generating
ALSFDC	:	Alternative Livelihood Support to the Forest Dependent Communities
APP	:	Annual Procurement Plan
AWP	:	Annual Working Plan
BCCRF	:	Bangladesh Climate Change Resilience Fund
BCCSAP	:	Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan
BFD	:	Bangladesh Forest Department
C&AG	:	Comptroller & Auditor General
CCF	:	Chief Conservator of Forest
CF	:	Conservator of Forest
CFD	:	Coastal Forest Division
CONTASA	:	Convertible Taka Special Account
DCCF	:	Deputy Chief Conservator of Forest
DCF	:	Deputy Conservator of Forest
DFID	:	Department for International Development (UK)
DFO	:	Divisional Forest Officer
DG	:	Director General
DP	:	Development Partner
DPA	:	Direct Project Aid
DPP	:	Development Project Proposal
DSLR	:	Digital Single-Lens Reflex
DSM	:	Design, Supervision & Monitoring
ECNEC	:	Executive Committee of National Economic Council
ED	:	Executive Director
EU	:	European Union
FAPAD	:	Foreign Aided Projects Audit Directorate
FDG	:	Forest Dependent Group
FG	:	Forest Guard

FY	:	Financial Year
GIS	:	Geographical Information System
GPS	:	Global Positioning System
GO	:	Government Order
GOB	:	Government of Bangladesh
IBFCR	:	Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience
IDA	:	International Development Agency
IUCN	:	International Union for Conservation of Nature
M&E	:	Monitoring and Evaluation
MOEF	:	Ministry of Environment and Forest
MOF	:	Ministry of Finance
MRSLF	:	Mutual Rotating Savings & Loan Fund
OCAG	:	Office of the Comptroller & Auditor General
PA	:	Project Aid
PAD	:	Project Appraisal Document
PIM	:	Project Implementation Manual
PIU	:	Project Implementation Unit
PNGO	:	Partner Non-Government Organization
PPR	:	Public Procurement Rules
RIMS	:	Resource Information Management System
RPA	:	Reimbursable Project Aid
RS	:	Remote Sensing
SFD	:	Social Forest Division
SOE	:	Statement of Expenditure
SOP	:	Standard Operating Procedures
UNDP	:	United Nations Development Programme
USAID	:	United States Agency for International Development
WB	:	World Bank
WGEA	:	Working Group on Environment Auditing
YPSA	:	Young Power in Social Action

সারসংক্ষেপ

বিগত কয়েক দশকের বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বব্যাপি মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর মারাত্মক প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করেছে। পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাবে বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রাণিজগতের জন্য নতুন নতুন ঝুঁকি তৈরি করছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব যেহেতু ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না সেহেতু সৃষ্ট ঝুঁকিসমূহ উন্নত দেশের চেয়ে অনুন্নত দেশ সমূহ বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে স্বল্পোন্নত বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি বিস্তৃত ব-দ্বীপিয় নিম্ন সমভূমি যার দুই তৃতীয়াংশই সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে পাঁচ মিটারের কম উচ্চতায় অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ভূমিকা অতি নগণ্য হলেও এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ইতোমধ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০০৮ সালে সরকার জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) প্রণয়ন করে এবং আরও কর্ম এলাকা অন্তর্ভুক্ত করে ২০০৯ সালে একে হালনাগাদ করে। বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১০ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন (বিসিটিএ) প্রণয়ন করে এবং এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে জাতীয় বাজেট হতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিটিএফ) গঠন করা হয়। তাছাড়া উন্নয়ন সহযোগীদের একটি কনসোর্টিয়াম হতে অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রিজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) গঠন করা হয়। আগস্ট ২০১৬ নাগাদ বিসিসিআরএফ এর আওতায় ১৫.৩৮ কোটি ইউএস ডলার ব্যয়ে ৮ (আট) টি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয় যার মধ্যে ৩.৫০ কোটি ইউএস ডলার ব্যয়ে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরি এফরেস্টেশন এন্ড রিফরেস্টেশন" প্রকল্পটি অন্যতম।

প্রকল্পটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য ছিল অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বন উজাড় হয়ে যাওয়া কমানো, বনভূমির সম্প্রসারণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উপকূলীয় ও পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ মেয়াদী সহিষ্ণুতা সৃষ্টিতে অবদান রাখা। এ উদ্দেশ্য অর্জনে প্রকল্পটি তিনটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে- (১) উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক (windbreak) হিসেবে জলবায়ু সহিষ্ণু উদ্ভিদ প্রজাতি ব্যবহার করে নতুন নতুন বনায়ন ও পুনঃবনায়ন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা, (২) বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকায়নে সহায়তা প্রদান করা; এবং (৩) অংশগ্রহণমূলক ও টেকসই পদ্ধতিতে বন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
সিআরপিএআরপি প্রকল্পের বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ নিরীক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। এ নিরীক্ষার মূল বিবেচ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সিআরপিএআর প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে কিনা এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কতটা টেকসই হয়েছে তা নিরূপণ করা। নিরীক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যাচাই করাঃ

- প্রকল্প দলিল এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল-এ বর্ণিত মানদন্ড অনুসরণ করে নির্বাচিত স্থানে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রজাতির বৃক্ষ দ্বারা বনায়ন এবং সৃজিত বনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে বন আচ্ছাদনের সম্প্রসারণ করা হয়েছে কিনা;
- বনায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা;
- বিকল্প জীবিকায়ন কর্মসূচী বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে কিনা;
- বনজ সম্পদের ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলার লক্ষ্যে বনবিভাগের সক্ষমতার টেকসই উন্নয়ন সাধিত হয়েছে কিনা;
- প্রকল্পের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা জলবায়ু সংবেদী এবং জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় সহায়ক ছিল কিনা।

এ নিরীক্ষায় বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত 'গভর্নমেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস' এবং 'পারফরমেন্স অডিট ম্যানুয়েল'-এ বর্ণিত নীতি ও পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, পারফরমেন্স অডিটের সাথে সংশ্লিষ্ট

ISSAI সমূহ এবং INTOSAI WGEA কর্তৃক প্রণীত Auditing the Government Response to Climate Change: Guidance for Supreme Audit Institutions-এ বর্ণিত নির্দেশনাসমূহও এ নিরীক্ষায় অনুসৃত হয়েছে। 'সিস্টেম-ভিত্তিক' (system-based) এবং 'ফলাফল-ভিত্তিক' (result-based) 'নিরীক্ষা এ্যাপ্রোচ' (Audit Approaches) অনুসরণ করে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে যাতে সংরক্ষিত ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ (review and analysis), সাক্ষাৎকার এবং মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ইত্যাদি পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের ফলপ্রসূতা যাচাইয়ের নিমিত্ত লিখিত প্রশ্নাবলী ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। প্রকল্পটির জুলাই ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সময়ের আর্থিক কার্যক্রমসহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক কর্মকান্ড এ নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণসমূহ ও ফলাফল ঃ

প্রকল্প তার উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে অনেক ক্ষেত্রেই সফলতা লাভ করতে সক্ষম হলেও নিরীক্ষায় প্রকল্পের কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা ও বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। নিরীক্ষার সামগ্রিক নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল নিম্নরূপঃ

১) বাফার-জোন বনায়নের জন্য যথাযথ সাইট নির্বাচন না করা এবং 'Standard Bio-Physical Features' অনুসরণ করে বনায়নের জন্য সাইট নির্বাচন না করার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই সৃজিত বন স্থায়ী হয়নি। এর ফলে বনায়নের মাধ্যমে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজন ব্যাহত হয়েছে।

২) প্রকল্পের আওতায় যে সকল বনায়ন ও পুনঃবনায়ন কার্য সম্পন্ন হয়েছে পরবর্তীতে বনায়নকৃত এলাকায় সরকারিভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় নতুন সৃজিত বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বনায়নের মাধ্যমে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়েছে।

৩) বন অধিদপ্তরের 'ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ' (Management Plan Divisions) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মনিটরিং প্রতিবেদনসমূহ সবসময় সৃজিত বনায়ন এলাকার সঠিক চিত্র উপস্থাপন করতে পারেনি।

৪) ম্যানগ্রোভ ব্যতীত অন্যান্য অধিকাংশ বনায়ন সৃজনের ক্ষেত্রে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল'-নির্দেশিত জলবায়ু সহিষ্ণু প্রজাতিসমূহ যথাযথ অনুপাতে রোপন না করার কারণে সৃজিত বনের দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু সহিষ্ণুতা নিশ্চিত করা হয়নি।

৫) বনায়ন ও পুনঃবনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বনের স্থায়ীত্ব ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্জিত হয়নি।

৬) অংশগ্রহণমূলক বনায়নের উপকারভোগী নির্বাচনে 'সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০১১' এবং 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল'এ বর্ণিত মানদন্ড যথাযথভাবে অনুসরণ না করার কারণে বিকল্প জীবিকায়নের মাধ্যমে বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানো এবং জলবায়ু অভিযোজন ক্ষমতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

৭) জলবায়ু অভিযোজন ক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গঠিত 'যৌথ ঘুর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল' এর জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা কাঠামো না থাকায় এ তহবিল পরিচালনা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৮) 'বন নির্ভরশীল সম্প্রদায়ের বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম'-এর অধীনে নব গঠিত সমবায় সমিতি/ফেডারেশনসমূহের জন্য গঠনতন্ত্র এবং উপ আইনে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ প্রতিফলিত হয়নি।

৯) আরণ্যক ফাউন্ডেশন এবং পার্টনার এনজিও কর্তৃক 'যৌথ ঘুর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল' থেকে ৫৩০.০৭ লক্ষ টাকা অনিয়মিতভাবে উত্তোলন করার কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা এ তহবিলের পূর্ণ সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়েছে।

১০) জলবায়ুর অভিঘাত প্রবণ এলাকায় গঠিত সমবায় সমিতি/ফেডারেশনসমূহের সদস্যগণকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিকল্প জীবিকায়ন কর্মসূচী প্রত্যাশিত সুফলদানে ব্যর্থ হয়েছে।

১১) বন অধিদপ্তরের 'রিসোর্স ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম', রিমোট সেন্সিং এবং জিআইএস এর সাহায্যে ডাটা সংগ্রহ, পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।

নিরীক্ষার সুপারিশসমূহঃ

প্রকল্পটি ইতোমধ্যে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু প্রকল্পের কিছু উদ্দেশ্য এখনও অর্জিত হয়নি। নিরীক্ষার নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ শুধুমাত্র প্রকল্পের অসমাপ্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতেই সাহায্য করবে না, ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালা হিসেবে কাজ করবে। উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমাদের সুপারিশ সমূহ নিম্নরূপঃ

১) বন অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় প্রকল্পের ভূমিকা বিবেচনা করা উচিত। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে 'সংরক্ষিত বনভূমি' রক্ষা করতে হবে এবং তা বনায়ন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যৌক্তিক নয়।

২) অপরিহার্য কারণ ব্যতীত 'সংরক্ষিত বনভূমি'তে বনায়ন ব্যতীত অন্য কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হলে বিকল্প স্থানে সমরূপ বনায়নের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানো যায়।

৩) বনায়ন কর্মকান্ডের জন্য বন অধিদপ্তর কর্তৃক এমন কোন স্থান নির্বাচন করা উচিত হবে না যা অদূর ভবিষ্যতে সরকারি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আওতায় উক্ত বনায়ন ধ্বংস হয়।

৪) প্রকল্পের আওতায় সৃজিত যে সকল বন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, সে সকল এলাকা পুনঃবনায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫) বনায়নের স্থান ও প্রজাতি নির্বাচনে সর্বক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়ালে বর্ণিত 'Bio-physical Features'এবং 'Site Selection Criteria' অনুসরণ করা অপরিহার্য।

৬) বনায়ন পরবর্তী জরিপ প্রতিবেদন ও মনিটরিং প্রতিবেদনের মন্তব্য/মতামত, সময়ে সময়ে গৃহীত বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিবরণ এবং বিভিন্ন এলাকায় প্রজাতিভিত্তিক রোপিত চারার সংখ্যা ইত্যাদি উল্লেখ করে বনায়ন সংশ্লিষ্ট 'প্ল্যান্টেশন জার্নাল' (Plantation Journal) নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

৭) টেকসই জলবায়ু সহিষ্ণুতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বনায়নের জন্য নির্বাচিত উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের যথাযথ অনুপাত এবং বৈচিত্র্য বজায় রেখে বনায়ন করা জরুরী।

৮) সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃজিত বন রক্ষণাবেক্ষণে 'বনায়ন ব্যবস্থাপনা কমিটি' এবং অংশীদারগণের তৎপরতা বন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৯) সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০১১ এবং প্রকল্প দলিলে বর্ণিত মানদন্ড যথাযথভাবে অনুসরণ করে উপকারভোগী নির্বাচন করা প্রয়োজন যাতে প্রকৃত বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী উপকৃত হতে পারেন।

১০) 'যৌথ ঘূর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল' পরিচালনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যাতে প্রকল্প সমাপ্তির পরেও বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম সাফল্যের সাথে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন অব্যাহত থাকে।

১১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টেকসই অভিযোজন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে সোশাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (এসএমএফ) এবং এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (ইএমএফ)-সহ উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য 'সিআরপিএআরপি অনুমোদিত মানদন্ড' অন্তর্ভুক্ত করে বন নির্ভরশীল গ্রুপ (এফডিজি) ভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের গঠনতন্ত্র এবং উপ-আইনসমূহ সংশোধন করা আবশ্যক।

১২) 'যৌথ ঘূর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল' থেকে আরণ্যক ফাউন্ডেশন এবং সংশ্লিষ্ট সহযোগী এনজিও কর্তৃক অনিয়মিতভাবে পরিচালন ব্যয়ের নামে ৫৩০.০৭ লক্ষ টাকা খরচের যৌক্তিকতা না থাকায় জড়িত অর্থ সরকারের কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

১৩) উপগ্রহের মাধ্যমে চিত্র তৈরিসহ বন ও বনভূমি ব্যবহার এবং এর পরিবর্তন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম ও নির্ভরযোগ্য ডেটাসেট, প্রতিবেদন ও মানচিত্র সরবরাহ করার নিমিত্ত বন অধিদপ্তরের রিসোর্স ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RIMS)-কে শক্তিশালী করা অপরিহার্য।

১. ভূমিকা

১.১ নিরীক্ষার পটভূমি

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম । জলবায়ু পরিবর্তন এবং ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন নীতি ও কৌশল গ্রহণ করেছে। ২০০৮ সালে সরকার 'জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং বেশকিছু নতুন অধিক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করে ২০০৯ সালে একে হালনাগাদ করে। ২০১০ সালে 'বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট অ্যাক্ট ' প্রণীত হয় যার অধীনে জাতীয় বাজেট হতে অর্থায়নের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠিত হয়। অধিকন্তু, উন্নয়ন সহযোগিদের একটি কনসোর্টিয়াম হতে অর্থায়নের মাধ্যমে গঠিত হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ রিজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ)। জলবায়ু বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ এর অর্থায়নে ও আইবিএফসিআর প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরি এফরেস্টেশন এন্ড রিফরেস্টেশন প্রজেক্ট (সিআরপিএআরপি)'-এর ক্লাইমেট পারফরমেন্স অডিট সম্পাদন করা হয়।

১.২ প্রকল্পের বিবরণঃ

১.২.১ প্রকল্পের সার-সংক্ষেপঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	'ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরি এফরেস্টেশন এন্ড রিফরেস্টেশন প্রজেক্ট (সিআরপিএআরপি)	
২.	উন্নয়ন সহযোগি	:	বিসিসিআরএফ অনুদান	
৩.	অনুদাননম্বর	:	টিএফ ০১৪০২৬	
৪.	অর্থায়নকারী সংস্থা	:	ডিএফআইডি, ইইউ, সুইডিস সিডা, ইউএসএইড, সুইস, অস্ট্রেলিয়ান এইড এবং ডেনমার্ক	
৫.	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	:	বন অধিদপ্তর এবং আরন্যক ফাউন্ডেশন	
৬.	বাস্তবায়নকারি মন্ত্রণালয়	:	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	
৭.	প্রকল্প শুরুর নির্ধারিত তারিখ	:	জুলাই ২০১২	
৮.	প্রকল্প শুরুর প্রকৃত তারিখ	:	জুলাই ২০১৩	
৯.	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	৩১-১২-২০১৬ (গ্রেস পিরিয়ড ৩০ এপ্রিল ২০১৭)	
১০.	মোট প্রকল্প ব্যয়	:	বাংলাদেশ সরকার	টাকা ৮১০.০০ লক্ষ
			পূনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য	টাকা ২৫৫৬৩.৩৯ লক্ষ
			আরন্যক ফাউন্ডেশন	টাকা ১৬১.৮৮ লক্ষ

			মোট	**টাকা ২৬৫৩৫.২৭ লক্ষ**
১১.	প্রকল্প ব্যয়ের কেন্দ্রসমূহ	:	১. প্রকল্প বাস্তবায়নকারি ইউনিট, প্রকল্প পরিচালকের অফিস, পুরাতন বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা । ২. পটুয়াখালি উপকূলীয় বন বিভাগ ৩. ভোলা উপকূলীয় বন বিভাগ ৪. বরিশাল সামাজিক বন বিভাগ ৫. নোয়াখালি উপকূলীয় বন বিভাগ ৬. ফেনী সামাজিক বন বিভাগ ৭. চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ ৮. চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ ৯. চট্টগ্রাম উপকূলীয় বন বিভাগ ১০. কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগ ১১. কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ ১২. আরণ্যক ফাউন্ডেশন, ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা এবং এর সহযোগী এনজিও 'ইপসা' ও 'উত্তরণ'	
১২.	প্রকল্প কার্যালয়	:	পুরাতন বন ভবন (২য় তলা), মহাখালী, ঢাকা ।	

১.২.২ প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থান

দেশের তিনটি বিভাগের দশটি জেলার মোট ৬৪টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয় যার পরিচিতি নিম্নরূপঃ

বিভাগ	জেলা	অবস্থান/ উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, পুরাতন বন ভবন (২য় তলা), মহাখালী, ঢাকা ।
		রিসোর্স ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (রিমস), বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা ।
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা, বাঁশখালী, বোয়ালখালী, চন্দনাইশ, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, লোহাগড়া, মিরসরাই, পেকুয়া, পটিয়া, সন্দীপ, রাঙ্গুনিয়া, সাতকানিয়া, সীতাকুন্ড ।
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর, চকোরিয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, রামু, টেকনাফ, উখিয়া ।
	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, সুবর্ণচর, কবিরহাট, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ি ।
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর, কমলনগর, রামগতি ।
	ফেনী	ফেনী সদর, ফুলগাজী, সোনাগাজী, পরশুরাম, ছাগলনাইয়া, দাগনভূইয়াঁ ।
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর, আগৈল, বাবুগঞ্জ, বানারীপাড়া, গৌরনদী, হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ,মুলাদী, উজিরপুর ।
	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দীন, চরফ্যাশন, লালমোহন, মনপুরা, তজুমুদ্দীন ।
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, গলাচিপা, কলাপাড়া, মীরগঞ্জ, রাঙ্গাবালী, দশমিনা ।
	বরগুনা	বরগুনা সদর, আমতলী, পাথরঘাটা, বামনা ।

মানচিত্র ১ঃ প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থান

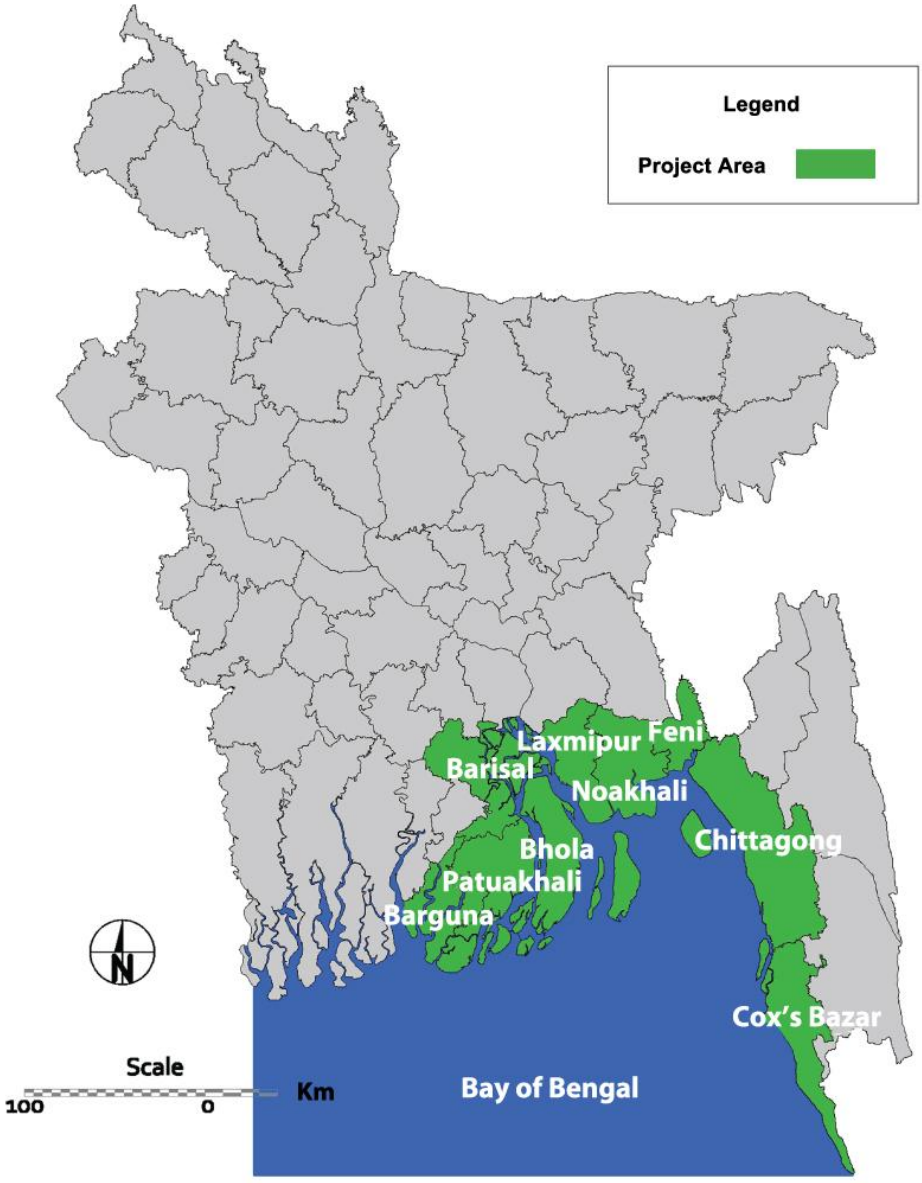

Project Area of CRPARP

১.২.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ছিল অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বন উজাড় হওয়া বা ধ্বংসের মাত্রা কমিয়ে এনে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপদাপন্ন জনগণের অভিযোজন ক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করা। উল্লিখিত মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে যেসকল কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয় সেগুলো হলোঃ

১) জলবায়ু সহিষ্ণু প্রজাতির দ্বারা বনায়ন ও পুনঃবনায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলে ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রতিরোধী বনাঞ্চল সৃষ্টি করা;

২) বন নির্ভরশীল জনগণের জন্য বিকল্প জীবিকায়নে সহায়তা করা; এবং

৩) অংশগ্রহণমূলক ও টেকসই পদ্ধতিতে বন ব্যবস্থাপনার জন্য বন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১.২.৪ প্রকল্পের কার্যাবলী

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসকল কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয় তা নিম্নরূপঃ

১) জলবায়ু সহিষ্ণু প্রজাতির দ্বারা বনায়ন ও পুনঃবনায়নের মাধ্যমে বনাঞ্চল বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই অভিযোজন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

২) কোরজোন বনায়ন, ম্যানগ্রোভ বন এবং ঝাউবন সৃষ্টির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন ব্যবস্থা তৈরি করা;

৩) সামাজিক বনায়ন বিধিমালার আওতায় অংশগ্রহণমূলক বনায়ন ও পুনঃবনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বনের সুরক্ষা বিধান এবং জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৪) প্রকল্প এলাকায় বনাঞ্চলের কাছাকাছি বনবাস দরিদ্র এবং বননির্ভর জনগণের বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থার দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদাপন্নতা হ্রাস করা;

৫) বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহকরণ এবং এর মাঠ পর্যায়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;

৬) বন অধিদপ্তরের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রিসোর্স ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (রিমস)-এর প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন করা এবং

৭) বিজ্ঞানভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রিসোর্স ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (রিমস)-সহ বন অধিদপ্তরের জনবলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১.২.৫ প্রকল্পের অর্থায়ন

খাত ভিত্তিক প্রকল্পের অর্থায়ন এবং ব্যয় এর সংক্ষিপ্তসার নিম্নের ছকে দেখানো হলো ঃ

ছক-১ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের খাত ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়)

অর্থায়ন	প্রাক্কলিত অর্থায়ন (২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রকৃত অর্থায়ন (৩১-১২-২০১৬ পর্যন্ত)
বাংলাদেশ সরকার	৭৮৪.৬৪	-
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিটকে প্রদত্ত উন্নয়ন সহযোগীদের অনুদান/ঋণ সহায়তা	২৬৬৭৮.৮৪	২১৮০৯.০৯
আরণ্যক ফাউন্ডেশনকে প্রদত্ত উন্নয়ন সহযোগীদের অনুদান/ঋণ সহায়তা		৩৭৫৪.৩০
অন্যান্য তহবিল (আরণ্যক ফাউন্ডেশনের অবদান)	১৬০.৫২	১৬১.৮৮
প্রারম্ভিক নগদ তহবিল		৭৪৬.২৩
মোট অর্থায়ন	**২৭৬২৪.০০**	**২৬৪৭১.৫০**
ক) ব্যয় এবং ক্যাশ (আরণ্যক ফাউন্ডেশন)		
১. বিকল্প জীবিকায়ন		৩৯১৬.১৮
	উপ-মোট:	**৩৯১৬.১৮**
খ) ব্যয় এবং ক্যাশ (বন বিভাগ)		
১. ভ্রমণ ব্যয়		১৬৬.২২
২. স্টাফ এবং কনসালটেন্সি		৪৫২২.০৬
৩. পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট		৪৩৪.২০
৪. মুদ্রণ, স্টেশনারি, কর্মশালা, সভা ইত্যাদি		৮৩.৭২
৫. মেরামত ও সংরক্ষণ		৬৮.২৭
৬. মোটর যানবাহন		১৬০.৯৬

অর্থায়ন	প্রাক্কলিত অর্থায়ন (২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রকৃত অর্থায়ন (৩১-১২-২০১৬ পর্যন্ত)
৭. কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক		১১৫.২১
৮. অন্যান্য অফিস সামগ্রী		৫৯৫.১৩
৯. বনায়ন কার্যক্রম		১২২১৮.৩৬
১০. প্রশিক্ষণ		৪৪৭.৯২
১১. ভৌত নির্মাণ কাজ		২৭২৯.৪৪
১২. বিবিধ		২১৬.৭৮
উপ-মোট:		**২১৭৯৮.২৭**
মোট ব্যয় (ক + খ)		**২৫৭১৪.৪৫**
সমাপনী উদ্বৃত্ত		
ইম্প্রেস্ট হিসাব		-
পরিচালন হিসাব (পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য)-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট		১০.৮২
পরিচালন হিসাব (পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য)-বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (১০টি)		০
পরিচালন হিসাব (পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য)-আরণ্যক ফাউন্ডেশন		০
মোট নগদ সমাপনী উদ্বৃত্ত		**১০.৮২**
মোট ব্যয় এবং নগদ		**২৬৪৭১.৫০**

ছক-২ঃ অঙ্গ ভিত্তিক প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণঃ

(অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের নাম	বাজেট (জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬)				ব্যয় (২০১২-২০১৬)			
	বাংলাদেশ সরকার	প্রকল্প সাহায্য		মোট	বাংলাদেশ সরকার	প্রকল্প সাহায্য		মোট
		পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য (বিসিসিআরএফ)	প্রকল্প সাহায্য (আরণ্যক ফাউন্ডেশন)			পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য (বিসিসিআরএফ)	প্রকল্প সাহায্য (আরণ্যক ফাউন্ডেশন)	
কম্পোনেন্ট ১ ঃ বনায়ন এবং পুনঃ বনায়ন	-	১৬৭৬০.৩৪	-	১৬৭৬০.৩৪	-	১৬০৩০.৮৫	০	১৬০৩০.৮৫
কম্পোনেন্ট ২ঃ বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তা	-	৩৭৮৮.৮৮	১৬০.৫২	৩৯৪৯.৫০	-	৩৭৫৪.৩০	১৬১.৮৮	৩৯১৬.১৮
কম্পোনেন্ট ৩ঃ বনজ সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য বন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি	-	৪৫৮৮.৯৭	-	৪৫৮৮.৯৭	-	৪৫২২.০৬	-	৪৫২২.০৬
কম্পোনেন্ট ৪ঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৭৮৪.৬৪	১৫৪০.৬৫	-	২৩২৫.২৯	৭৮৪.৬৪	১২৪৫.৩৬	০.০০	২০৩০.০০
মোট	**৭৮৪.৬৪**	**২৬৬৭৮.৮৪**	**১৬০.৫২**	**২৭৬২৪.১০**	**৭৮৪.৬৪**	**২৫৫৫২.৫৫**	**১৬১.৮৮**	**২৬৪৯৯.০৯**

অঙ্গ ভিত্তিক ব্যয়ের শতকরা হার নিম্নরূপঃ

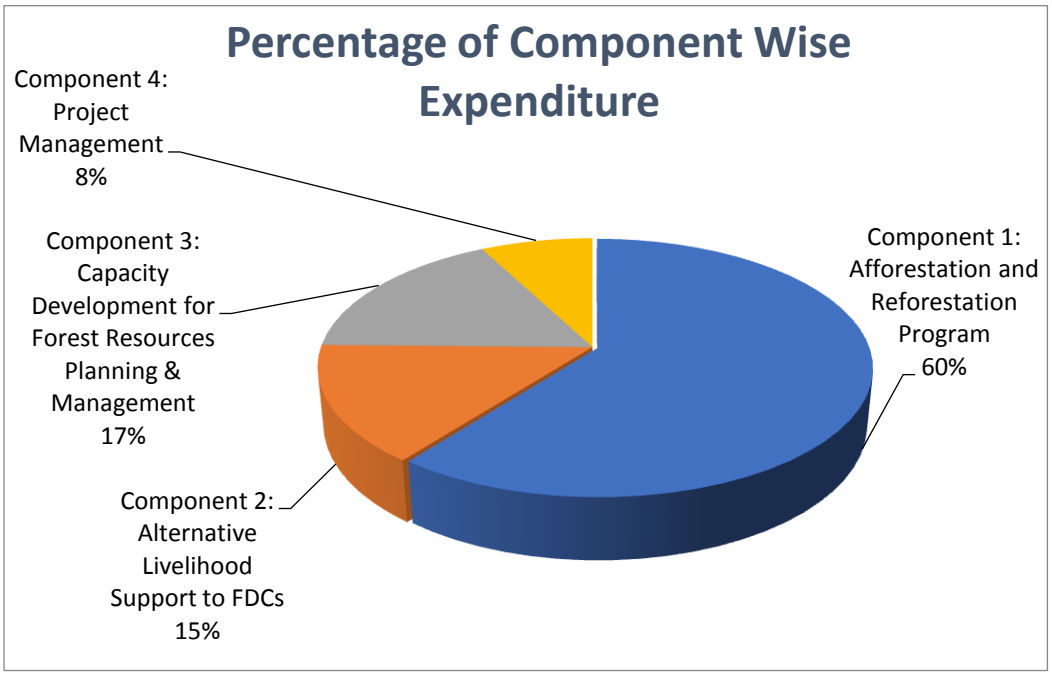

১.২.৬ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণঃ

১) **সরকারি অর্থায়ন:** সরকারি অর্থায়নের অংশ হিসেবে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ করা হয় তবে কোন নগদ অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি ।

২) **পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য:** প্রকল্পটি মূলতঃ বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হলেও প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ২ অর্থাৎ 'বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তা কার্যক্রম' বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) 'আরণ্যক ফাউন্ডেশন' কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয় । ফলে, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর ও আরণ্যক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকল্প তহবিল পরিচালিত হয় । প্রকল্পের জন্য ঢাকার ওয়াপদা ভবন-এ অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের কর্পোরেট শাখায় প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক একটি এবং আরণ্যক ফাউন্ডেশন কর্তৃক একটি-মোট দুইটি বিশেষ (CONTASA) হিসাব পরিচালিত হয় । প্রকল্প পরিচালকের আবেদনের ভিত্তিতে দাতা সংস্থা কর্তৃক পুনর্ভরণযোগ্য তহবিল প্রকল্পের বিশেষ হিসেবে সরাসরি স্থানান্তর করা হয় । প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ হিসাব হতে পুনর্ভরণযোগ্য তহবিল সময়ে সময়ে ১১টি অপারেটিং অ্যাকাউন্টে (একটি প্রকল্প পরিচালক এবং ১০টি ১০ জন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত) স্থানান্তরিত হয় । ১১টি অপারেটিং অ্যাকাউন্ট হতে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন মোতাবেক প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করা হয় । আরণ্যক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ হিসাব হতে পুনর্ভরণযোগ্য তহবিল ফাউন্ডেশন কর্তৃক এককভাবে ব্যবহৃত হয় ।

৩) **অন্যান্য**: আরণ্যক ফাউন্ডেশন সরাসরি তার নিজস্ব তহবিল ব্যয় করে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ করে ।

১.২.৭ প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহঃ

১.২.৭.১ কম্পোনেন্ট ১ ঃ বনায়ন এবং পুনঃবনায়ন

কম্পোনেন্ট ১ এর অধীনে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের নয়টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় ১৭,৫০০ হেক্টর ব্লক বাগান এবং ২,০০০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজনের মাধ্যমে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি করা হয় । প্রকল্প দলিল মোতাবেক ব্লক প্ল্যান্টেশনের আওতায় ম্যানগ্রোভ, মাউন্ড, এ্যানরিচমেন্ট, বাফারজোন, নন-ম্যানগ্রোভ বাফারজোন, ঝাউ এবং কোরজোন -এই সাত ধরণের বনায়ন করা হয়েছে । বনায়ন পরবর্তী বিভিন্ন সার্ভে প্রতিবেদন মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় মোট ১৭,৫০০ হেক্টর ব্লক প্ল্যান্টেশন সম্পন্ন করা হয়েছে যার মধ্যে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের পাহাড়ি অঞ্চলে ১০,০১৫ হেক্টর এবং উপকূলীয় বনাঞ্চলে ৭,৪৮৫ হেক্টর বন অবস্থিত । নিম্নের ছকে (ছক-৩) বনায়নের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন বন বিভাগ ভিত্তিক বনের বিবরণ দেখানো হলোঃ

ছক-৩ ঃ বিভাগীয় বন কার্যালয় ভিত্তিক বনায়নের ধরন ও পরিমাণ

বিভাগ / বনায়নের ধরন এবং পরিমাণ	পটুয়াখালী	ভোলা	নোয়াখালী	চট্টঃ উপকূলীয়	চট্টঃ উত্তর	চট্টঃ দক্ষিন	কক্সঃ উত্তর	কক্সঃ দক্ষিন	বরিশাল	ফেনী	মোট	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ম্যানগ্রোভ(হেক্টর)	১৫৬২	১৩৫০	২২০০	১২৩৮		০	০	০	০	০	৬৩৫০	২৩৮৪.৪২
মাউন্ড (হেক্টর)	৪৫	৩২	২৬	৫২	০	০	০	০	০	০	১৫৫	২৪৭.৩৩
ঝাউ (হেক্টর))	৬০	১০	০	১৮৮	০	০	০	০	০	০	২৫৮	১৬৯.৪৯
এনরিচমেন্ট (হেক্টর)	১১০	১০০	০	৫০	০	০	০	০	০	০	২৬০	১০১.২৭

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
কোরজোন (হেক্টর)	০	০	০	৬০	৮৫০	২০০	৯৭৬	৬৮৮	০	০	২৭৭৪	২১০২.৩৫
বাফারজোন (হেক্টর)	০	০	০	৪৪০	১১৫০	২৮২৮	১৪১২	১৫৯৫	০	০	৭৪২৫	৫৪০০.৭২
নন-ম্যানগ্রোভ (হেক্টর)	১৫০	৭৮	৫০	০	০	০	০	০	০	০	২৭৮	২০২.২০
স্ট্রিপ (কিমি)	৩২৫	১২০	৮০	৪৩	৩২	৮০	০	১০	১৮২	১৮৫	১০৫৭	২১৫৫.২২
গোলপাতা (কিমি)	৪৬০	৪১৩	৩০	৪০	০	০	০	০	০	০	৯৪৩	৪৬৯.৬১
মোট ব্লক (হেক্টর)	১৯২৭	১৫৭০	২২৭৬	২০২৮	২০০০	৩০২৮	২৩৮৮	২২৮৩	০	০	১৭৫০০	
শতকরা হার	১১%	১০%	১৩%	১২%	১১%	১৭%	১৪%	১৩%	০	০	১০০%	
মোট স্ট্রিপ (কিমি)	৭৮৫	৫৩৩	১১০	৮৩	৩২	৮০	০	১০	১৮২	১৮৫	২০০০	
শতকরা হার	৩৯%	২৭%	৫%	৪%	২%	৪%	০	-	৯%	৯%	১০০%	

১.২.৭.২ কম্পোনেন্ট ২ ঃ বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তা :-

উত্তোরণ ও ইপসা-এ দুইটি সহযোগী এনজিও-র মাধ্যমে আরণ্যক ফাউন্ডেশন এ কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করে। এই কম্পোনেন্ট এর উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র এবং বনের উপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোর জন্য বিকল্প জীবিকায়ন সুবিধার উন্নয়ন ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা; বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা এবং বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা। বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিবেদন হতে দেখা যায় এ কম্পোনেন্টের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যসমূহ সম্পাদিত হয়েছেঃ

- আরণ্যক ফাউন্ডেশন এবং সহযোগী এনজিও প্রকল্প এলাকার ২০০টি গ্রাম থেকে ৬,০০০ অতি দরিদ্র ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারকে বাছাই করে এবং বিকল্প কর্মকান্ড সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্বাচিত পরিবারগুলোকে নিয়ে ২০০টি বন নির্ভরশীল দল গঠন করে।
- বিকল্প আয়ের কর্মসূচি পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত দলসমূহে ৮০% এর অধিক নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- আরণ্যক ফাউন্ডেশন এবং সহযোগী এনজিও প্রতিটি বন নির্ভরশীল দলে ২১ জন সদস্য নিয়ে প্রকল্প এলাকায় মোট ২১টি সামাজিক বন পাহারা দল গঠন করে।
- বনের উপর নির্ভরশীল দলের সদস্যদের নিয়ে ৫৫টি ইউনিয়ন ভিত্তিক ফেডারেশন গঠন করা হয় এবং পরবর্তীতে ফেডারেশন সমূহকে সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধিত করা হয়।
- বিকল্প আয়ের কর্মকান্ডে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য ৫৫টি ইউনিয়ন ভিত্তিক ফেডারেশনে ৫৫টি যৌথ ঘূর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল' সৃষ্টি করা হয়।

- ইউনিয়ন ভিত্তিক ফেডারেশনসমূহে প্রায় ১৬১৪.১১ লক্ষ টাকার সঞ্চয়ী তহবিলের ম্যাচিং ফান্ড হিসেবে পুনর্ভরণযোগ্য তহবিল হতে ১৩৯২.১১ লক্ষ টাকা ৫৫টি 'যৌথ ঘূর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল' -এ প্রদান করা হয়।

১.২.৭.৩ কম্পোনেন্ট ৩ঃ বনজ সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের অংশ হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব ন্যাচার (আইইউসিএন) কর্তৃক বনায়ন ও পুনঃবনায়ন সাইটের ভূমি ব্যবহার ম্যাপিং, মূল্যায়ন ও মনিটরিং এর জন্য একটি 'কারিগরি সমীক্ষা' পরিচালনা করা হয়। 'বনজ সম্পদ মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি' এবং 'ফরেস্ট রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম' কে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি কারিগরী সমীক্ষা পরিচালিত করা হয়েছিল। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় 'ফরেস্ট্রি সেক্টর মাস্টার প্ল্যান' এবং 'জাতীয় বন নীতি' হাল নাগাদ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি- বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০টি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় মোট ৭৬টি ক্যাম্প অফিস নির্মাণ করা হয়। ক্যাম্প অফিসগুলো এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সেগুলোকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি- পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বিদেশে সংক্ষিপ্ত কোর্স, এক্সপোজার ভিজিট এবং শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয় । পাঁচ জন কর্মকর্তা যুক্তরাজ্য থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ও ফরেস্ট্রি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রকল্পের আওতায় বন অধিদপ্তরের ৭৩ জন কর্মকর্তাকে স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ৩৮০ জন কর্মকর্তাকে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৭০০ জন স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়ের রিমস ইউনিটকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার, প্রিন্টার, ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরাসহ e-Cognition, ENVI, ARCGIS, ERDAS ইত্যাদি সফ্টওয়্যার এবং বিভিন্ন হার্ডওয়্যার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। এছাড়া, রিমস এর জন্য প্লটার, বড় ফরম্যাট-এর স্ক্যানার, নেটওয়ার্ক সংযুক্ত স্টোরেজ ইত্যাদি ক্রয় করা হয়।

১.২.৭.৪ কম্পোনেন্ট ৪ ঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

কম্পোনেন্ট ৪ এর মাধ্যমে কম্পোনেন্ট ১ এবং কম্পোনেন্ট ৩ এর কার্যকরী বাস্তবায়নের জন্য 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট' -কে সহায়তা প্রদান করা হয়। 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট' প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আরণ্যক ফাউন্ডেশন ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

২ নিরীক্ষা সম্পর্কিত

প্রতিবেদনের এ অংশে নিরীক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য, নিরীক্ষার ইস্যুসমূহ, নির্বাচিত ইস্যুসমূহের আওতায় নিরীক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ এবং নিরীক্ষার মানদন্ড সম্বলিত মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা পরিকল্পনার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

২.১ নিরীক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য

আমাদের নিরীক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরি এফরেস্টেশন এন্ড রিফরেস্টেশন প্রজেক্ট-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের টেকসই বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা।

২.২ নিরীক্ষার ইস্যু, উদ্দেশ্য ও মানদন্ডসমূহ

ইস্যু ১ ঃ জলবায়ু সহিষ্ণু প্রজাতির দ্বারা বনায়ন ও পুনঃবনায়নের মাধ্যমে বন আচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকরা।

নিরীক্ষা উদ্দেশ্য ১.১ ঃ প্রকল্পের ডিপিপি ও পিআইএম এ উল্লিখিত এলাকাসমূহে বনায়ন করা হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা ।

নিরীক্ষার মানদন্ড ঃ

১) বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন 'সংরক্ষিত বনভূমি' অথবা যেসকল ভূমি 'সংরক্ষিত বনভুমি' হিসেবে ঘোষণার প্রক্রিয়াধীন আছে এরূপ ভূমিতে বনায়ন করা হবে;

২) নতুন জেগে উঠা উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ ভূমি (ম্যানগ্রোভ বনায়ন), রাস্তা ও বাঁধের উভয় পার্শ্ব (স্ট্রিপ বনায়ন), ন্যাড়া পাহাড় এবং পাহাড়ি এলাকা (কোর জোন ও বাফার জোন বনায়ন) বিভিন্ন ধরনের বনায়নের জন্য নির্বাচিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত হবে;

৩) যেসকল এলাকা এখনও বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর বা অন্য কোন উন্নয়ন সহযোগী'র কোন পরিকল্পিত, চলমান এবং সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় আসেনি, সেসকল স্থানকেই বনায়নের জন্য নির্বাচন করা হবে;

৪) বায়োফিজিক্যাল বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বনায়নের ধরন নির্ধারণ করা হবে;

৫) প্রকল্পের পিআইএম-এ উল্লিখিত মানদন্ড অনুসারে বনায়নের জন্য স্থান নির্বাচন করা হবে;

৬) প্রকল্প শুরু হওয়ার পূর্বে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পরে 'বনায়ন ও পুনঃবনায়ন কর্মসূচী' সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য ধারণকৃত উপগ্রহ চিত্র (Dedicated satellite images) ব্যবহার করা হবে;

৭) সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার কর্তৃক বনায়নের জন্য সাইট নির্বাচন করার পর উক্ত সাইটসমূহ জিপিএস রিডিং ব্যবহার করে সরেজমিনে চিহ্নিত ও জরিপ করা হবে;

৮) বনায়ন ও পুনঃবনায়ন সংক্রান্ত তথ্য চারা রোপনের পূর্বের ও পরের জরিপ প্রতিবেদন দ্বারা সমর্থিত হবে;

৯) সংশ্লিষ্ট বীট/রেঞ্জ কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, রেঞ্জ, বীট এবং নিকটবর্তী গ্রামসমূহ নির্দেশ করে মানচিত্র প্রস্তুত ও রেকর্ড করবেন এবং তা সংশ্লিষ্ট সহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই করা হবে;

১০) প্রকল্প এলাকার জনগণের সাথে একটি স্বচ্ছ আলোচনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বনায়নের স্থান নির্বাচন করা হবে ।

নিরীক্ষা উদ্দেশ্য ১.২ ঃ জলবায়ু সহিষ্ণু প্রজাতি দ্বারা টেকসই বনায়ন করা হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা।

নিরীক্ষার মানদন্ড ঃ

১) প্রকল্প দলিলে নির্দেশিত জলবায়ু সহিষ্ণু প্রজাতি দ্বারা বন প্রতিষ্ঠা করা হবে;

২) 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল (পিআইএম)' অনুযায়ী প্রজাতির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা হবে;

৩) রোপনকৃত চারা বেঁচে থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি করা হবে;

৪) বনায়নের প্রথম ও তৃতীয় বৎসরে বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক প্রত্যেকটি সাইট পৃথকভাবে জরিপ করে নির্ধারিত 'ছক'-এ মনিটরিং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে;

৫) প্রতি কি:মি: এবং প্রতি হেক্টরে চারার সংখ্যা পিআইএম-এ নির্দেশিত সংখ্যায় হবে;

নিরীক্ষা উদ্দেশ্য ১.৩ ঃ সৃজিত বনের স্থয়িত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা।

নিরীক্ষার মানদন্ড ঃ

১) ভূমির বায়োফিজিক্যাল বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বনায়নের স্থান ও ধরন নির্ধারণ করা হবে;

২) বনায়নের প্রথম ও তৃতীয় বৎসরে বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক প্রত্যেকটি সাইট পৃথকভাবে জরিপ করে নির্ধারিত 'ছক'-এ মনিটরিং প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে;

৩) রোপনকৃত চারা বেঁচে থাকার শতকরা হার বৃদ্ধি পাবে;

৪) প্রকল্প শুরু হওয়ার পূর্বে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পরে 'বনায়ন ও পুনঃ বনায়ন কর্মসূচী' সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য ধারণকৃত উপগ্রহ চিত্র ব্যবহার করা হবে;

৫) জীবিত চারা সংক্রান্ত তথ্য চারা রোপনের পূর্বের ও পরের জরিপ প্রতিবেদন দ্বারা সমর্থিত হবে;

৬) বন অধিদপ্তর কর্তৃক সরেজমিনে জরিপ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন এবং বনায়নের উপর অন্যান্য প্রতিবেদন বনায়ন সম্পর্কিত তথ্যকে সমর্থন করবে;

ইস্যু ২ ঃ বনায়ন ও পুনঃবনায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ।

নিরীক্ষা উদ্দেশ্য ২.১ঃ বনায়ন ও পুনঃবনায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের সাথে পরামর্শক্রমে স্বচ্ছতার সাথে ও সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে কিনা এবং তাদেরকে মাঠ পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা।

নিরীক্ষার মানদন্ড ঃ

১) সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০১১ অনুসরণ করে বনায়ন ও পুনঃবনায়ন কার্যক্রমের অংশীদার নির্বাচন করা হবে;

২) প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বনায়ন কার্যক্রমে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী ব্যক্তি এবং সুবিধাভোগী নির্বাচন করতে হবে;

২) প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করতে হবে;

৩) চারা রোপন কার্যক্রম শুরু করার কমপক্ষে তিন মাস পূর্বে পিআইএম-এর শর্ত অনুযায়ী গঠিত ৯ সদস্য বিশিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক সুবিধাভোগী নির্বাচিত করতে হবে;

৪) সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামাজিক বনায়ন এলাকার এক বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী ভূমিহীন, ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক, দরিদ্র ও হতদরিদ্র নারী, পশ্চাদপদ সম্প্রদায়, দরিদ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দরিদ্র ফরেস্ট ভিলেজার্স এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা- এ সাত শ্রেণীর লোকদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে;

৫) নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের তালিকা ইউনিয়ন পর্যায়ের উন্মুক্ত সভায় প্রকাশ করতে হবে;

৬) সকল শ্রমিক এবং সুবিধাভোগীর তথ্য তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ করতে হবে;

৭) বনায়নের চারা রোপনের পূর্বেই সুবিধাভোগী এবং বন বিভাগের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অংশ উল্লেখ করে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে ।

৮) সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'প্ল্যান্টেশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি' গঠন করতে হবে- যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নারীদের মধ্য হতে নির্বাচিত হতে হবে;

৯) অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীদের কমপক্ষে ৪০% নারী হতে হবে;

ইস্যু ৩ ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের বিপরীতে বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর দীর্ঘস্থায়ী সহিষ্ণুতা সৃষ্টিতে আরণ্যক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তা কর্মসূচীর প্রভাব ।

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ৩.১ঃ প্রকল্প দলিলের নির্দেশনা মোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রমের সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা।

নিরীক্ষার মানদন্ড ঃ

১) বনায়নের জন্য নির্বাচিত ভূমি হতে দূরত্ব, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সম্ভাব্য ভূমি ক্ষয়/ভূমি ধ্বস, জলাবদ্ধতা, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, বনায়নকৃত এলাকার আকার এবং দারিদ্র্যের মাত্রা ইত্যাদির ভিত্তিতে স্কোরিং করে বিকল্প জীবিকায়নের জন্য গ্রাম নির্বাচন করতে হবে;

২) সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী ২০০টি গ্রাম থেকে দারিদ্র, বনের উপর নির্ভরশীল, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় সুবিধাভোগী নির্বাচন করতে হবে;

৩) ব্যক্তি বা পরিবারের দারিদ্র বা সামাজিক অবস্থার পরিমাপক হিসেবে পারিবারিক আয়ের ৬০% এর বেশী বন থেকে আসা এবং কর্মঘন্টার ৬০%-এর বেশি সময় বনে অতিবাহিত হওয়াকে ধরা হবে;

৪) উপকারভোগীদের কমপক্ষে ৫০% নারী সদস্য হতে হবে;

৫) সুবিধাভোগীদের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরণ্যক ফাউন্ডেশন এবং তার সহযোগী এনজিও বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

৬) সুবিধাভোগী নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে উন্মুক্ত সভার আয়োজন করাসহ সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচিত পরিবারগুলোর তালিকা সভায় প্রকাশ করতে হবে;

৭) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে পরিবারসমূহের দারিদ্র্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে তা বিবেচনায় নিতে হবে;

৮) পরিবারগুলোর বেইসলাইন জরিপ করে তাদের আর্থিক, সামাজিক অবস্থা এবং জলবায়ু ভঙ্গুরতা নিরূপণ করতে হবে ।

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ৩.২ঃ প্রকল্প সময়কালে এবং প্রকল্পের সমাপ্তির পর 'যৌথ ঘূর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল' গঠন, পরিচালনা এবং পরিবীক্ষণ যথাযথভাবে করা হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা।

নিরীক্ষার মানদন্ড ঃ

১) নির্বাচিত ২০০টি গ্রাম/এফডিজি নিয়ে ৫৫টি ইউনিয়ন ভিত্তিক ফেডারেশন/ সমিতি এবং প্রতিটি সমিতির জন্য একটি তহবিল গঠন করতে হবে;

২) গঠিত ফেডারেশন/সমিতিসমূহকে আইনি কাঠামোর অধীনে আনতে হবে;

৩) তহবিল পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটি ফেডারেশনের একটি নির্বাহী কমিটি থাকবে যা এফডিজি'র সদস্যদের মধ্য হতে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হবে ।

৪) এফডিজি সদস্যদের অংশগ্রহণমূলক সঞ্চয়ী চাঁদা এবং প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অনুদান-এই দু'টি উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা এই তহবিল গঠিত হবে;

৫) প্রতিটি তহবিল একটি 'এসটিডি ব্যাংক হিসাব'-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং উক্ত ব্যাংক হিসাবটি ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং বাস্তবায়নকারী সহযোগী

এনজিও'র 'সাইট কো-অর্ডিনেটর' দ্বারা যৌথভাবে পরিচালিত হবে;

৬) প্রকল্প সমাপ্তির পরে তহবিলের হিসাব কিভাবে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে হবে;

৭) ফেডারেশনের মাসিক/বিশেষ সভায় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক পিআইএম- এ বর্ণিত ক্রাইটেরিয়া অনুসরণে তহবিল হতে ঋণ বরাদ্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে;

৮) সংশ্লিষ্ট সহযোগী এনজিও ঋণ বিতরণ ও আদায়' সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আরণ্যক ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করবে। আরণ্যক ফাউন্ডেশন প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ যাচাই করে সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক বন অধিদপ্তর, বিসিসিআরএফ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বিশ্ব ব্যাংকের নিকট উপস্থাপন করবে।

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ৩.৩ঃ এফডিজি সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তা কার্যকরভাবে প্রদান করা হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা।

নিরীক্ষার মানদন্ড ঃ

১) পিআইএম নির্দেশিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সহযোগী এনজিও এফডিজি সদস্যদেরকে সাংগঠনিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, জীবিকার উন্নয়ন, এবং বন সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে;

২) আরণ্যক ফাউন্ডেশন সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে এফডিজি সদস্যদের মধ্যে চাষাবাদের জন্য মৌসুমী শাক-সবজি বীজ ও ফলের চারা, হাঁস-মুরগী, জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত চূলা, স্যানিটারি ল্যাট্রিন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য নলকূপ ইত্যাদি বিতরণ করবে;

৩) প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সহায়তা ব্যবহার করে এফডিজি সদস্যগণ বিভিন্ন ধরনের বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাবে।

ইস্যু ৪ঃ বনজ সম্পদের মূল্যায়ন, কর্মসূচী মনিটরিং, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের সক্ষমতার টেকসই সামর্থ্য উন্নয়ন।

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ৪.১ঃ ক্যাম্প অফিস নির্মাণ ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক উন্নয়ন হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা।

নিরীক্ষার মানদন্ড ঃ

১) মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের চাহিদা মূল্যায়নপূর্বক প্রকল্প দলিলে নির্দেশিত নির্ধারিত স্থানে অনুমোদিত 'জলবায়ু সহিষ্ণু নকশা ও পরিকল্পনা' অনুসারে ক্যাম্প অফিস নির্মাণ করা হবে;

২) পরিবেশ বান্ধব ভবনের বৈশিষ্ট্য ও মানদন্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে ক্যাম্প অফিসগুলোর নকশা ও পরিকল্পনা এমনভাবে করা হবে যাতে সেগুলোকে ' ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র' হিসেবে ব্যবহার করা যায়;

৩) ভবনের নকশায় সৌর প্যানেল, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি, প্রাকৃতিক আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং প্রাকৃতিকভাবে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

৪) ক্যাম্প অফিসসমূহ যথাসময়ে বন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হবে এবং সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার হবে;

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ৪.২ ঃ রিমোট সেনসিং এবং ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থাপনা (জিআইএস) পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে বন অধিদপ্তরের 'রিসোর্স ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (রিমস)'- এর প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা।

নিরীক্ষার মানদন্ড ঃ

১) পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে বিদ্যমান ডাটাবেজ, জনবল এবং অবকাঠামো পর্যালোচনা করা হবে;

২) রিমস-এর জন্য কম্পিউটার হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়ারের চাহিদা নির্ধারণপূর্বক সংগ্রহ করা হবে;

৩) রিমস -এর জনবলের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে;

৪) ডিপিপি, বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা এবং চাহিদা মূল্যায়নের ভিত্তিতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, যথাসময়ে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়ার ক্রয় এবং সংস্থাপন করা হবে;

৫) পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করে সকল ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হবে;

৬) রিমস-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে মানচিত্র তৈরি ও ডাটা ডিজিটাইজেশন, প্রাথমিক স্যাটেলাইট ইমেজারি থেকে ইমেজ প্রসেসিং, ভূ-স্থানিক বিশ্লেষণসহ সংস্থাপনকৃত হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়ার এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;

৭) বন অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় কার্যালয়কে সংযুক্ত করে ওয়েব ভিত্তিক অনলাইন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে;

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ৪.৩ঃ বনায়নের চর্চা, আর্থ-সামাজিক, জীবিকা ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা, ভূমির পরিবর্তীত ব্যবহার এবং নতুন নতুন কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'জাতীয় বন নীতি' এবং 'ফরেস্ট্রী মাস্টার প্লান' হালনাগাদ করা হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা।

নিরীক্ষার মানদন্ড ঃ

১) প্রকল্পের ডিপিপি ও বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হবে;

২) চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী 'পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং পরামর্শক যথাসময়ে তাদের প্রতিবেদন প্রদান করবে;

৩) বনায়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি-কৌশলসমূহ চিহ্নিত করে 'জাতীয় বন নীতি' হালনাগাদ করা হবে;

৪) জাতীয় বন নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'ফরেস্ট্রি মাস্টার প্লান' -কে হালনাগাদ করা হবে;

৫) 'জাতীয় বন নীতি' এবং 'ফরেস্ট্রি মাস্টার প্লান' কে সরকার কর্তৃক অনুমোদনের জন্য যথাসময়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা হবে;

৬) একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে 'ফরেস্ট্রি মাস্টার প্লান' সংশোধন কার্যক্রম মনিটর করা হবে।

ইস্যু ৫ ঃ জলবায়ু সংবেদনশীল প্রকল্প নকশা প্রণয়ন।
নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ৫.১ ঃ প্রকল্প নকশা বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) এবং জাতীয়ভাবে স্থিরকৃত অবদান (এনডিসি) বাস্তবায়নে সহায়ক কিনা তা নিরূপণ করা
নিরীক্ষার মানদন্ড: ১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি)**-এর 'থিম্যাটিক এরিয়া', কর্মসূচী, উদ্দেশ্যাবলী ও কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে; ২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম জাতীয়ভাবে স্থিরকৃত অবদান (এনডিসি) এর উদ্দেশ্যাবলী ও কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে;

২.৩ নিরীক্ষার আওতা/পরিধি :

নিরীক্ষার পরিধি নিম্নরুপে নির্ধারণ করা হয়ঃ

১) প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়িত বনায়ন ও পুনঃবনায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;

২) প্রকল্প সময়কালে বাস্তবায়িত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা/মনিটরিং কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা;

৩) বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তা কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;

৪) বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;

৫) প্রকল্পের সম্পূর্ণ মেয়াদকালে প্রকল্পের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যয় এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা;

৬) গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সাইট/ স্থানসমূহ পরিদর্শন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের বাস্তব যাচাই করা;

২.৪ নিরীক্ষা কৌশল ও পদ্ধতি :

মূলতঃ 'সিস্টেম-ভিত্তিক কৌশল' (System Based Approach) অনুসরণ করে আলোচ্য নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়- যেখানে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর রয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি, আলোচ্য নিরীক্ষায় 'ফলাফলভিত্তিক কৌশল' ও অনুসরণ করা হয় যেখানে প্রকল্পের প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যাবলী ও ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়।

নিরীক্ষা সম্পাদনকালে নিরীক্ষার প্রমাণক সংগ্রহে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ঃ

- ডকুমেন্ট সংগ্রহ, পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ;
- মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও সরেজমিনে যাচাই;
- নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষ, প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং অন্যান্য অংশীদারগণের সাথে সভা, সাক্ষাৎকার ও আলোচনা;
- লিখিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে ফলাফল ও কার্যকারীতা বিশ্লেষণ;
- **নিরীক্ষা কাল:** ২৭/০৯/২০১৭ হতে ১৮/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ণিত প্রকল্পের নিরীক্ষা কার্য পরিচালিত হয়।

২.৫ অডিট স্যাম্পলিং ঃ

Division Wise Location	District	Audit Unit/ Forest Division	Upazila	Office/ Range/ Federation	Beat/ Plantation site/ FDG	Camp Office	No. of units	Working days	Type of Plantation/ Beneficiary/ Area	Justifications
Dhaka	**Dhaka**	**PD Office**	**Mohakhali, Dhaka**			**-**	**01**	**03**		
		RIMS	**Agargaon, Dhaka**			**-**	**01**	**03**		
		AF	**Banani, Dhaka**			**-**	**01**	**03**		
Chittagong	**Chittagong**	DFO (Coastal)	Mirsarai Moheshkhali Sitakunda	Mirsharai Moheshkhali Kattoli	Bamonsundar Gorokghata Kattoli	Bamonsundar, Kattoli	03	03	Mangrove, Mound, Golpata, Enrichment	378 Ha & 03 km
		DFO (North)	Fatikchari	Narayanhat	Balukhali	Balukhali	04	04	Buffer zone, Core zone,	370 ha
				Hazarikhil	Hazarikhil					
			Mirsarai	Korerhat	Korerhat					
			Hathazari	Hathazari	Hathazari					
		DFO (South)	Lohagora	Padua (R)	Tonkabati	Tonkaboti, Dolu	05	05	Core zone, Buffer zone	470 ha
			Lohagora	Padua (R)	Dolu					
			Satkania	Padua (R)	Barduara					
			Chokoria	Chunati (R)	Harbang					
		AF/ YPSA (ALSFC)	Rangunya	Padua	11 FDGs		05	05	330 HH	
			Mirsarai	Korerhat	7 FDGs				210 HH	
			Fatikchari	Harualchari	4 FDGs				120 HH	
			Hathazari	Ichakhali	4 FDGs				120 HH	
	Cox's Bazar	DFO (North)		Fashyakhali	Manikpur	Mankpur Bagkhali Fulchari	05	05	Core zone, Buffer zone	663 ha
				Bagkhali	Bagkhali					
				Bagkhali	Kacchapia					
				Fulchari	Napitkhali					
				Eidgor	Tulatoli					
		DFO (South)	Ramu	Dhoapalong	Khunyapalong	Cox.s Bazar	07	06	Core zone, Buffer zone	615 ha
				Rajarkul	Rajarkul					
				Panerchara	Panerchara					
			Ukhya	Ukhya	Thainkhali					
			Teknaf	Teknaf	Teknaf					
				Teknaf	Whykeong					
		AF/ YPSA (ALSFC)	Sadar	Islampur	3 FDGs		03	03	90 HH	
			Sadar	Eidgaon	4 FDGs				120 HH	
			Chokorya	Harbang	5 FDGs				150 HH	
	Noakhali	DFO (C)	Hatya	Habibia(R)	Banshkhali	Banshkhali, Jhajmara, Nijhum Dwip	04	04	Mangrove, Mound, Non-mangrove Buffer	516 ha
				Charbata (R)	Nalchira					
				Jahajmara (R)	Nijhum Dwip					

		AF/Uttaran ALSFC	Hatya Subarnachar	Burirchar Charbata	6 FDGs 3 FDGs		02	02	180 HH	
Barisal	Bhola	DFO (Coastal)		Kukrimukri	Sadar	Kukrimukri	04	04	Mangrove, Mound, Jhaw, Golpata, Non-man Buffer, Strip	200 ha 113 skm
				Kukrimukri (Charfashion)	Kukrimukri					
		AF/ Uttaran ALSFC	Charfashion	Kukrimukri	2 FDGs		02	02	60 HH	
				Monika	3 FDGs				120 HH	
	Patuakhali	DFO (Coastal)	Rangabali	Charmontaj	Sonarchar	Charmontaj Rangabali Gongamoti Mohipur	04	04	Mangrove, Mound, Jhaw, Golpata, Non-mangr Buffer	515 ha 50 skm
				Golachipa	Baherchar Sadar Camp					
			Kolapara	Mohipur	Gongamati					
		AF/Uttaran ALSFC	Rangabali Kolapara	Charmontaj Gongamoti	3 FDGs 3 FDGs		02	02	90 HH	
	AF/Uttaran, Barisal, (ALSFC),						01	01		
					Total		**52**	**57**		

- **Summary:**

Total Units	Total PD/AF Level Units	Total DFO/NGO Level Units	Range Level Units	Beat Level Units	Plantation Level Units	Federation/ FDG Level Units	Total Working Days	Total Man Days
52	03	10	-	28	-	15	57	171

- **Audit Coverage:**

i) Total Plantation Area- 3727 ha out of 17500 ha i.e. 21% of total block plantation and 166 km out of 2000 km of strip plantation.

(ii) Out of 55 federations, number of selected federations is 15 which is about 27% of total federations under ALSFC. The number of FDGs under the selected 15 federations is 58. Out of 6000 HHs about 200 HHs were interviewed using questionnaires.

প্রজেক্ট এরিয়া এর আয়তন এবং নিরীক্ষিত এরিয়ার আয়তনের তুলনামূলক চিত্রঃ

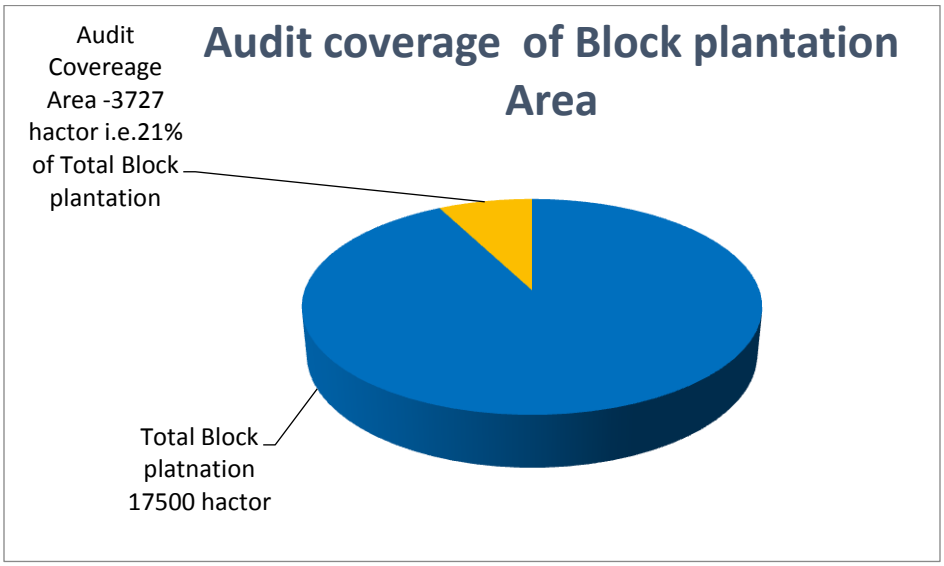

** বিভিন্ন বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অধীনে সৃজিত বনায়নের প্রকৃতিভিত্তিক আয়তন/পরিমাণের তালিকা 'ছক ৩' এ দেখানো হয়েছে ।

২.৬ নিরীক্ষার জনবল:

১. মোঃ আব্দুল আলীম তালুকদার, উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (দল নেতা) ।

২. মোহাম্মদ ইয়াছিন, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সদস্য) ।

৩. মোঃ আব্দুল কুদ্দুস প্রধান, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সদস্য) ।

৩. নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশমালা

(Issue Area)-১ঃ জলবায়ু সহিষ্ণু প্রজাতির দ্বারা বনায়ন ও পুনঃবনায়নের মাধ্যমে বন আচ্ছাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ।

৩.১ বনের প্রকৃতি অনুযায়ী জমির স্থান ও প্রজাতি নির্বাচন না করা এবং বনায়ন ও পুনঃ বনায়নের অব্যবহিত পরই নব সৃজিত বন ধ্বংস করার কারণে বনায়নের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে।

৩.১.১ প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল (পিআইএম) এর নির্দেশনা মোতাবেক, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন 'সংরক্ষিত বনভূমি' এবং যে সকল ভূমি 'সংরক্ষিত বনভূমি' হিসেবে ঘোষণার জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে শুধুমাত্র সেসকল ভূমিতে প্রকল্পের আওতায় বনায়ন করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা পরিপালন না করে 'স্ট্রিপ বনায়ন' ব্যতীত বিভিন্ন ধরণের বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন রাস্তা ও বাঁধের উভয় পার্শ্বে 'স্ট্রিপ বনায়ন' সম্পন্ন করা হয়েছে। বন অধিদপ্তরের চারটি উপকূলীয় বন বিভাগের আওতায় 'সংরক্ষিত বনভূমি' হিসেবে ঘোষণার জন্য প্রক্রিয়াধীন এরকম নতুন সৃষ্ট চরের জমি (খাস জমি) তে ম্যানগ্রোভ বনায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩.১.২ প্রকল্পের আওতায় নতুনভাবে সৃজিত কিছু কিছু বনভূমি বনায়নের অব্যবহিত পরই সরকারের অন্যান্য বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং উক্ত ভূমিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে বনভূমি ধ্বংস করা হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম উপকূলীয় বন বিভাগের মিরসরাই রেঞ্জের বামনসুন্দর বীটে প্রকল্পের আওতায় সৃজিত বনায়ন (১৬৫ হেক্টর ম্যানগ্রোভ, ৩ হেক্টর মাউন্ড, ৩ বর্গকিলোমিটার গোলপাতা, ১০ হেক্টর এনরিচমেন্ট এবং ৮ বর্গকিলোমিটার স্ট্রিপ বন) 'মিরসরাই অর্থনৈতিক জোন' স্থাপনের নিমিত্ত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক কেটে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। একইভাবে, মহেশখালীর সোনাদিয়ায় সৃজিত ১২৩ হেক্টর ম্যানগ্রোভ ও ঝাউ বনায়নও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন কর্তৃপক্ষ এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া, মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় ক্যাম্প স্থাপনের কারণে কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের অধীনে প্রকল্পের আওতায় সৃজিত ১৪০ হেক্টর কোরজোন ও বাফারজোন বনায়ন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে। অপরদিকে, রাস্তা ও বাঁধের পুনঃ নির্মাণ কাজের কারণে পটুয়াখালী ও চট্টগ্রাম উপকূলীয় বন বিভাগের অধীনে রাস্তার পার্শ্ব ও বাঁধের উপর সৃজিত 'স্ট্রিপ প্ল্যান্টেশন' কেটে ফেলা হয়েছে।

৩.১.৩ বনায়নের স্থান নির্বাচনে কোন কোন ক্ষেত্রে ডিপিপি এবং পিআইএম-এর নির্দেশনা অনুসরণ করা হলেও বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষার মাধ্যমে বায়োফিজিক্যাল ফিচার পর্যালোচনা করা হয়নি। ফলে ভৌগোলিক পরিবর্তনের কারণে অনেক স্থানে প্রকল্পের অর্থায়নে সৃজিত বন অচিরেই ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন, পটুয়াখালী ও নোয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগের আওতায় নতুন জেগে উঠা চরের বিশাল এলাকায় সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন ভাঙ্গনের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

Decreasing of Mangrove Afforestation due to Landslide at Majherchar, Zahajmara, Hatya, Noakhali

নমুনা চয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত উপরে বর্ণিত স্থানসমূহে প্রকল্পের আওতায় সৃজিত বন ধ্বংসের কারণে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪৮৯.৩৫ লক্ষ টাকা যার বিবরণ নিচের ছকে (ছক ৪) প্রদর্শন করা হলো ।

ছক ৪ঃ প্রকল্পের অর্থায়নে সৃজিত বন ধ্বংস ও আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ

ক্রমিক	বনবিভাগের নাম	রেঞ্জ	বীট/অবস্থান	বনায়নের ধরন	আয়তন (হেক্টর/বর্গ কিমি)	বনায়নের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ধ্বংসের শতকরা হার	ক্ষতির পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ধ্বংসের কারণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১.	চট্টগ্রাম উপকূলীয় বনবিভাগ	মিরসরাই	বামনসুন্দর	ম্যানগ্রোভ	১৬৫ হে:	৫৬.৮৬	১০০%	৫৬.৮৬	বেজা কর্তৃক মীরসরাই অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্টা
০২.		মিরসরাই	বামনসুন্দর	মাউন্ড	০৩ হে:	৪.৭৫	১০০%	৪.৭৫	
০৩.		মিরসরাই	বামনসুন্দর	গোলপাতা	০৩ বর্গ কিমি:	১.৩৭	১০০%	১.৩৭	
০৪.		মিরসরাই	বামনসুন্দর	এনরিচমেন্ট	১০ হে:	৫.৯৯	১০০%	৫.৯৯	
০৫.		মিরসরাই	ডোমখালী	স্ট্রিপ	০৮ বর্গ কিমি:	১৩.১৭	১০০%	১৩.১৭	
০৬.		গোরখঘাটা	সোনাদীয়া	ম্যানগ্রোভ	৩৫ হে:	১২.৫৩	১০০%	১২.৫৩	বেজা কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন কাজ
০৭.		গোরখঘাটা	সোনাদীয়া	ঝাউ	৮৮ হে:	৫৩.২১	১০০%	৫৩.২১	
উপমোট								**১৪৭.৮৮**	
০৮.	কক্সবাজার দক্ষিণ বনবিভাগ		থাইনখালী	বাফার জোন	৭০ হে:	৫০.০৩	১০০%	৫০.০৩	রোহিঙ্গা শরনার্থীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান
০৯.			থাইনখালী	কোর জোন	৪০ হে:	১৯.৯০	১০০%	১৯.৯০	
১০.			বালুখালী	বাফার জোন	৩০ হে:	১৯.৪৮	১০০%	১৯.৪৮	
উপমোট								**৮৯.৪১**	
১১.	নোয়াখালী উপকূলীয় বনবিভাগ	বিভিন্ন রেঞ্জের অধীনে একাধীক বীট		ম্যানগ্রোভ	২২০০ হে:	২৭৫.৯৯	>৭৮%	২১৬.১৯	ভূমিধ্বস
১২.		নলচিরা	চর তোমারুদ্দী	নন- ম্যানগ্রোভ বাফার	৪০ হে:	১৮.৮৪	১০০%	১৮.৮৪	বায়ো ফিজিক্যাল ফিচার অনুসরণ না করে বনায়ন
১৩.		নলচিরা	ওসখালী	মাউন্ড	১০ হে:	১৩.২৬	১০০%	১৩.২৬	
১৪.		জাহাজমারা	নিঝুঁম দ্বীপ	নন- ম্যানগ্রোভ বাফার	৮ হে:	৩.৭৭	১০০%	৩.৭৭	
উপমোট								**২৫২.০৬**	
মোট								**৪৮৯.৩৫**	
তথ্যের উৎস :১) Plantation journal. ২) বিভাগীয় বন অফিসের প্রতিবেদন.৩) রেঞ্জ কর্মকর্তার প্রতিবেদন।									

৩.১.৪ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

সৃজিত বনায়ন এলাকায় সরকারের অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিষয়ে বন অধিদপ্তরকে সময়মত অবহিত করা হয়নি। নির্ধারিত এলাকায় বনায়নের পর একই এলাকায় সরকারের অন্য বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে বন অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়। তাছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রকল্পের আওতায় সৃজিত ম্যানগ্রোভ বনায়নের যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে তা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না।

৩.১.৫ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

প্রকল্পের আওতায় বনবিভাগ কর্তৃক সৃজিত বনভূমিতে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বন ধ্বংসের ক্ষেত্রে বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও বন ধ্বংসের কারণে প্রকল্পের জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনজনিত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। অপরদিকে বনায়নের জন্য ভূমি নির্বাচনে বায়োফিজিক্যাল ফিচার বিবেচনা না করা এবং ভূমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যথাযথ প্রজাতির জলবায়ুর অভিঘাত সহিষ্ণু বৃক্ষ দ্বারা বনায়ন না করায় সৃজিত বন ধ্বংসের মাধ্যমে বনায়ন এলাকা হ্রাস পাওয়ার কারণেও প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়েছে।

৩.১.৬ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বনবিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় প্রকল্পের ভূমিকা বিবেচনা করা জরুরী। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে 'সংরক্ষিত বনভূমি' রক্ষা করতে হবে এবং বনায়ন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার সমীচীন হবে না।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জনগণের টেকসই অভিযোজন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ভূমির বায়োফিজিক্যাল ফিচার পর্যালোচনাপূর্বক জলবায়ুর অভিঘাত সহিষ্ণু প্রজাতির বৃক্ষ দ্বারা বনায়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে জলবায়ুর অভিঘাত সহিষ্ণু প্রজাতির বৃক্ষের একটি তালিকা প্রণয়ন এবং ভূমির বায়োফিজিক্যাল ফিচার অনুযায়ী কোন এলাকার জন্য কোন প্রজাতির বৃক্ষ টেকসই জলবায়ু সহিষ্ণু তার একটি তথ্যভান্ডার তৈরি করা প্রয়োজন।
- প্রকল্পের আওতায় সৃজিত যে সকল বনায়ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সে সকল এলাকা পুনঃ বনায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.২ 'স্ট্যান্ডার্ড বায়ো-ফিজিক্যাল ফিচার' বিবেচনায় নিয়ে প্ল্যান্টেশন সাইট নির্বাচন না করায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত।

৩.২.১ প্রকল্পের ডিপিপি এবং পিআইএম-এর নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নলিখিত 'বায়ো-ফিজিক্যাল ফিচার' বিবেচনা করে নির্বাচিত সাইট-এর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্ল্যান্টেশন টাইপ নির্ধারণ করতে হবে।

ক) নতুন জেগে উঠা চরে কেবলমাত্র তখনই বনায়ন করা যাবে যখন বিবেচ্য স্থান বা সাইটটি নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য অর্জন করবেঃ-

- বিবেচ্য স্থান বা সাইট সঞ্চারণশীল/পরিবর্তনশীল বালুচর বা বালিয়াড়ী দ্বারা গঠিত নয়;
- বিবেচ্য স্থান বা সাইটের উপরিতলে কাদার/মৃত্তিকার স্তর থাকতে হবে (ঝাউ প্ল্যান্টেশনের জন্য প্রযোজ্য নয়) এবং এই কাদার স্তরের পুরুত্ব কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি বা তার চেয়ে অধিক হতে হবে যাতে তা ঢেউ-এর আঘাত সইতে সক্ষম হয়; এবং
- স্থানটিতে কিছু 'ধানসি' ঘাসের চারা প্রাকৃতিকভাবেই জন্মাতে দেখা যাবে।

খ) উপকূলীয় বালুচর বা বালিয়াড়িতে 'ঝাউ প্ল্যান্টেশনের' ক্ষেত্রে সামুদ্রিক কচ্ছপের ডিম দেয়ার প্রক্রিয়া বাধাহীন করতে বনায়নের জন্য নির্বাচিত সাইটটি সমুদ্রকূল হতে যথেষ্ট দূরে হবে।

গ) উপকূলীয় যে সকল সাইটে ম্যানগ্রোভ বনায়ন অনুকূল নয় সেখানে নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতি দ্বারা বনায়ন করতে হবে;

৩.২.২ উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসরণ না করে প্রকল্পের আওতায় কিছু এলাকায় বনায়নের ফলে তা স্থায়ী হয়নি এবং অচিরেই বিলীন হয়ে গেছে। যেমন, পটুয়াখালী ও নোয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগের আওতায় কিছু ম্যানগ্রোভ বনায়ন করা হয়েছে যেখানে মাটির স্তর ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করার মত যথেষ্ট পুরু ছিল না। ফলে, ম্যানগ্রোভ বনায়নকৃত বিশাল এলাকার রোপিত চারা ঢেউয়ের আঘাতেই ভেসে গেছে। তাছাড়া, নতুন জেগে উঠা চর অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল হওয়ার কারণে ম্যানগ্রোভ বনায়নের বিশাল এলাকা স্থায়ীভাবে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

৩.২.৩ এছাড়া, পটুয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগের আওতায় চর গঙ্গামতির বালুকাময় সমুদ্রতীরবর্তী পাঁচ হেক্টর চরাভূমির সম্পূর্ণ অংশ স্বল্প মেয়াদী 'আকাশমনি' বৃক্ষ দ্বারা 'নন-ম্যানগ্রোভ বাফার জোন' সৃজন করা হয়েছে। 'বায়ো-ফিজিক্যাল ফিচার' অনুসারে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত সাইটটিতে স্থায়ীভাবে 'ঝঞ্জা প্রতিরোধক' (windshield) সৃষ্টির লক্ষ্যে 'ঝাউ বনায়ন' করা উচিত ছিল।

পটুয়াখালীর চর গঙ্গামতি এলাকায় শতভাগ আকাশমনি বৃক্ষের দ্বারা সৃজিত বাফার জোন বনায়ন

৩.২.৪ অপরদিকে, নোয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগের নলচিরা রেঞ্জের অধীনে 'চর তমুরুদ্দিন' (নিউ চর জোনাক)-এ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৪০ হেক্টর 'নন-ম্যানগ্রোভ বাফার জোন' বনায়ন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে 'বায়ো-ফিজিক্যাল ফিচার' অনুসারে সাইটটি ম্যানগ্রোভ বনায়নের জন্য উপযুক্ত ছিল। 'বায়ো-ফিজিক্যাল ফিচার' অনুসরণ করে বনায়ন না করার ফলে সামুদ্রিক জোয়ার ও লবণাক্ততার কারণে রোপনকৃত চারার শতভাগই মারা যায়। পরবর্তীতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় একই সাইটে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির কেওড়া বৃক্ষ দ্বারা স্থানটিতে পুনরায় বনায়ন করা হয়। একই ভাবে 'বায়ো-ফিজিক্যাল ফিচার' অনুসরণ করে বনায়ন না করায় জাহাজমারা রেঞ্জের অন্তর্গত নিঝুম দ্বীপের ৮ হেক্টর 'নন-ম্যানগ্রোভ বাফার জোন' এবং নলচিরা রেঞ্জের অন্তর্গত ১০ হেক্টর 'মাউন্ড' বনায়নের সকল চারা মরে যাওয়ায় উক্ত সাইটগুলোতে বনায়ন ব্যর্থ হয়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজন ক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়া ছাড়াও উক্ত বনায়নের জন্য প্রকল্প হতে ব্যয়িত ৩৫.৮৭ লক্ষ টাকা প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত।

৩.২.৫ কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের ফাসিয়াখালী রেঞ্জের মানিকপুর বীটের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সৃজিত ২৫ হেক্টর 'কোর জোন' এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সৃজিত ২৫ হেক্টর 'বাফার জোন' বনায়নে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ স্থানে 'নিষিদ্ধ' এবং 'সংক্ষিপ্ত আবর্তনের প্রজাতি' ইউক্যালিপটাস্ -এর চারা রোপন করা হয়েছে। কিন্তু, 'বায়োফিজিক্যাল ফিচার' এবং প্রকল্পের পিআইএম অনুসারে 'কোর জোন' এবং 'বাফার জোন' বনায়নে ইউক্যালিপটাস্ রোপনের কোন সুযোগ নেই।

কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের আওতাধীন ফাসিয়াখালী রেঞ্জের মানিকপুর বীটে ইউক্যালিপটাস দ্বারা সৃজিত কোর জোন এবং বাফার জোন বনায়ন

৩.২.৬ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

প্রকল্পের বনায়নে 'স্ট্যান্ডার্ড বায়ো ফিজিক্যাল ফিচার' হতে বিচ্যুতির বিষয়ে নিরীক্ষার জিজ্ঞাসার প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক কোন জবাব দিতে পারেনি ।

পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ডিএফও কর্তৃক জানানো হয় যে, স্থানীয় চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে চরগঙ্গামতিতে আকাশমনি চারা রোপন করা হয়েছে এবং দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে 'নিউ চর জোনকে' নন-ম্যানগ্রোভ বাফার বনায়ন এবং নিঝুম দ্বীপের ৮ হেঃ নন-ম্যানগ্রোভ বাফার এবং ১০ হেঃ মাউন্ড বনায়ন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ।

৩.২.৭ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

'স্ট্যান্ডার্ড বায়োফিজিক্যাল ফিচার' বিবেচনায় নিয়ে বনায়ন না করার কারণে অনেক স্থানে সৃজিত বন অচিরেই বিলুপ্ত হয়েছে । এতে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে; তাছাড়া প্রকল্পের ডিপিপি এবং পিআইএম এর বিধান লঙ্ঘন করে 'ঝাউ' এর পরিবর্তে 'আকাশমনি' রোপন এবং কোরজোন ও বাফারজোনে 'ইউক্যালিপটাস্' রোপন করা হয়েছে যা জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই বনায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনকে ব্যাহত করেছে ।

৩.২.৮ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- টেকসই জলবায়ু সহিষ্ণুতা এবং স্থানীয় জনগণের জলবায়ু অভিযোজন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বনায়নের জন্য উপযুক্ত স্থান ও বৃক্ষের প্রজাতি নির্বাচনে ডিপিপি ও পিআইএম নির্দেশিত 'স্ট্যান্ডার্ড বায়ো ফিজিক্যাল ফিচার' অনুসরণ করা অপরিহার্য ।
- 'বায়োফিজিক্যাল ফিচার' অনুযায়ী বনায়ন না করায় সৃজিত বন স্থায়ী না হওয়ার মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

৩.৩ 'কোর জোন' ও 'বাফার জোন' বনায়নের জন্য যথাযথ সাইট নির্বাচন না করা এবং সঠিক বনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ না করায় দীর্ঘস্থায়ী সুফল অর্জিত হয়নি।

৩.৩.১ প্রকল্প দলিলাদি মোতাবেক জনবসতির সন্নিকটবর্তী ন্যাড়া পাহাড় এবং যতদূর সম্ভব বৃহৎ বনভূমির বাহিরের ধার ঘেঁষে 'বাফার জোন' বনায়ন করতে হবে। বাফার জোন বনায়নে সাধারণত স্বল্প আবর্তনের বৃক্ষ রোপন করা হয় যেখানে স্থানীয় বননির্ভর জনগণের অংশগ্রহণ থাকে। তবে এ জাতীয় বনায়ন দীর্ঘ মেয়াদী জলবায়ু সুবিধা প্রদানে সক্ষম নয়।

৩.৩.২ অপরপক্ষে, জনবসতি হতে দূরবর্তী স্থানগুলো 'কোর জোন' বনায়নের জন্য নির্ধারিত। কোর জোন বনায়নে দীর্ঘ আবর্তনের বৃক্ষ রোপন করা হয় যেখানে সাধারণত স্থানীয় বননির্ভর জনগণের অংশগ্রহণ থাকে না। এ জাতীয় বনায়ন দীর্ঘ মেয়াদী জলবায়ু সুবিধা প্রদানে অধিক কার্যকরী।

৩.৩.৩ কিন্তু, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের পাদুয়া রেঞ্জের বরদুয়ারা বীটের আওতায় ২০১৪-২০১৫ সনে এমন এক ন্যাড়াকৃত পাহাড়ি সাইটে ১০০ হেক্টর 'বাফার জোন' বনায়ন করা হয়েছে যা জনবসতি হতে অনেক দূরে অবস্থিত। বনায়নকৃত স্থানটিতে যেতে হলে ১৯৯৫-১৯৯৬ সনে সৃজিত বিদ্যমান 'দীর্ঘ আবর্তনের গর্জন বনাঞ্চল' অতিক্রম করে যেতে হয়। একই বীট-এর আওতায় ২০১৫-২০১৬ সনে ন্যাড়াকৃত পাহাড়ি সাইটে ৫০ হেক্টর 'বাফার জোন' বনায়ন করা হয়েছে এবং এই সাইটটিও জনবসতি হতে অনেক দূরে । প্ল্যান্টেশন সাইট সরেজমিনে পরিদর্শন এবং প্ল্যান্টেশন জার্নালে সংরক্ষিত সাইট হতে দেখা যায় যে, সৃজিত বাফার জোনের চারপাশ ঘিরে রয়েছে চট্টগ্রাম দক্ষিন বন বিভাগ এবং বান্দরবান জেলার 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল' এবং ২০১০-২০১১ সনে সৃজিত আগর বাগান। প্রকল্পের পিআইএম অনুসারে, বর্ণিত দুইটি সাইটেই 'বাফার জোন' এর পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদী প্রজাতির বৃক্ষ দ্বারা 'কোর জোন' বনায়ন সৃজন করা উচিত ছিল।

৩.৩.৪ আবার, কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের ধোয়াপালং রেঞ্জের ধোয়াপালং সদর বীটের আওতায় ২০১৩-২০১৪ সনে ন্যাড়া পাহাড়ী সাইটে ৪০ হেক্টর 'বাফার জোন বনায়ন' সৃজন করা হয়েছে যা নিকটতম জনবসতি হতে প্রায় ৬ কিমি দূরে অবস্থিত। একইভাবে, কক্সবাজার দক্ষিন বন বিভাগের টেকনাফ সদর বীটের আওতায় ২০১৩-২০১৪ সনে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় ৫০ হেক্টর 'বাফার জোন' বনায়ন করা হয়েছে যেখানে জনমানবের প্রবেশ কষ্টসাধ্য। পিআইএম বর্ণিত 'Site Selection Criteria' অনুযায়ী বর্ণিত সাইটগুলো দীর্ঘ মেয়াদী প্রজাতির বৃক্ষ দ্বারা 'কোর জোন' বনায়নের জন্য উপযুক্ত।

৩.৩.৫ পটুয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগের চর মোন্তাজ রেঞ্জের অধীন সোনার চর জনবসতিহীন একটি দূর্গম চর এবং সোনার চরের বনাঞ্চল একটি সংরক্ষিত অভয়ারণ্য। সোনারচরের বিদ্যমান বনাঞ্চল ঘেষে প্রকল্পের আওতায় ঝাউ, গোলপাতা এবং মাউন্ড বনায়ন সৃজন করা হয়েছে (২০১৩-১৪ সনে ১৩ হে: ঝাউ, ২০১৪-২০১৫ সনে ২৫ হে: গোলপাতা, ২০১৩-২০১৪ সনে ৫ হে: মাউন্ড, ২০১৫-২০১৬ সনে ৫ হে: মাউন্ড)। নতুন সৃজিত এ সকল বনায়ন সামাজিক বনায়ন-এর আওতায় অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতিতে করা হয়েছে এবং বনায়নে উপকারভোগীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিআইএম-এর নির্দেশনা মোতাবেক উপকূলীয় ঝাউ বনায়নে উপকারভোগী বা অংশীদারের সম্পৃক্ত করার কোন সুযোগ নেই এবং প্রকল্পের আওতায় সৃজিত কোন ঝাউ বনায়ন কর্তনযোগ্যও নয়। অথচ সোনারচরসহ 'পটুয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগ'-এর আওতায় সৃজিত প্রায় সকল ঝাউ বনায়নেই বিভিন্ন উপকারভোগীদের সাথে অংশীদারিত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সোনারচরে নতুন সৃজিত বনায়নে উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করায় মানব হস্তক্ষেপের দ্বারা বিদ্যমান সংরক্ষিত অভয়ারণ্য ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, সামাজিক বনায়নের আওতাধীন হওয়ায় স্বল্প মেয়াদে এই বন কর্তনযোগ্য যা সংরক্ষিত বনায়ন নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং এর ফলে এই বনায়নের দ্বারা দীর্ঘ মেয়াদী জলবায়ু অভিযোজন সুবিধা অর্জনের সম্ভাবনাও নেই।

৩.৩.৬ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

বনায়নে 'সাইট সিলেক্শন ক্রাইটেরিয়া' যথাযথভাবে অনুসরণ না করার বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক কোন জবাব প্রদান করেনি ।

পরবর্তীতে খসড়া এআইআর জারীর পর সংশ্লিষ্ট ডিএফও কর্তৃক জানানো হয় যে, 'সাইট সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া' অনুসরণ করেই বনায়ন করা হয়েছে ।

৩.৩.৭ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- 'কোর জোন প্ল্যান্টেশন'-এর জন্য উপযুক্ত সাইটে 'বাফার জোন প্ল্যান্টেশন' সৃজন করা হয়েছে ।
- বিদ্যমান সংরক্ষিত অভয়ারণ্যের মধ্যে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে উপকারভোগী সম্পৃক্ত করে মানব হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টির দ্বারা সংরক্ষিত অভয়ারণ্যের অস্তিত্ব ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলা হয়েছে ।
- সংরক্ষিত বনায়নের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বল্প আবর্তনের সামাজিক বনায়নের ফলে দীর্ঘ মেয়াদী এবং টেকসই জলবায়ু অভিযোজনের লক্ষ্য অর্জিত হবে না ।

৩.৩.৮ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- প্ল্যান্টেশনের সাইট নির্বাচনে 'সাইট সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া' যথাযথভাবে অনুসরণ করা অপরিহার্য ।
- দীর্ঘস্থায়ী এবং টেকসইভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় দীর্ঘ আবর্তনের বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে অধিকহারে 'কোর জোন' বনায়ন সৃজন করা প্রয়োজন ।
- সংরক্ষিত বনের সুরক্ষা ও স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং সংরক্ষিত বনায়নের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বল্প আবর্তনের কিংবা সামাজিক বনায়ন পরিত্যাজ্য ।

৩.৪ যথাযথ পরিবীক্ষণ এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বনায়নের লক্ষ্যমাত্রা, গুণগত মান এবং স্থায়িত্ব অর্জনের বিষয় নিশ্চিত করা হয়নি।

৩.৪.১ ডিপিপি অনুসারে, প্রকল্প শুরুর পূর্বে এবং প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে প্রকল্প এলাকার বনায়ন কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট 'ডেডিকেটেড স্যাটেলাইট ইমেজ' ব্যবহার করতে হবে যার উদ্দেশ্য হলো ভিত্তি রেখা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বনায়নের জন্য প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং বনায়ন পরবর্তী অগ্রগতি পর্যালোচনা । নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে যে, বনায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প শুরুর পূর্বে 'ডেডিকেটেড স্যাটেলাইট ইমেজ' ব্যবহার করে বাস্তব অবস্থা নির্ধারণ করা হয়নি । প্রকল্পের শেষের দিকে 'থার্ড পার্টি মনিটরিং' কার্যক্রমের জন্য প্রকল্প কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IUCN কর্তৃক খুবই সীমিত আকারে স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করা হয়েছে । সুতরাং, বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বনায়নের প্রকৃত পরিমাণ, গুণগত মান এবং বনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়নি ।

৩.৪.২ আবার, প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বনায়ন কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা প্ল্যান্টেশন পূর্ববর্তী এবং প্ল্যান্টেশন পরবর্তী মাঠ পর্যায়ের জরিপ প্রতিবেদন দ্বারা সমর্থিত হওয়া অপরিহার্য । বিদ্যমান ব্যবস্থায় বন বিভাগের মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্ল্যান্টেশন পূর্ব বনায়ন কার্যক্রম সম্পর্কিত জরিপ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্ল্যান্টেশন জার্নালে অন্তর্ভূক্ত করে । অপরদিকে, বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট 'ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ' বনায়ন কার্যক্রম সম্পর্কিত 'প্ল্যান্টেশন পরবর্তী' জরিপ ও মনিটরিং প্রতিবেদন প্রস্তুত করে । কিন্তু, 'ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ' কর্তৃক প্রণীত জরিপ ও মনিটরিং প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করে প্ল্যান্টেশন জার্নালসমূহ হালনাগাদ করা হয়নি । তাছাড়া, মোট চারার সংখ্যা উল্লেখ থাকলেও কোন্ প্রজাতির কতটি চারা রোপন করা হয়েছে তা প্ল্যান্টেশন জার্নালে লিপিবদ্ধ করা হয়নি । ফলে, বনায়নে প্রজাতিভিত্তিক বৈচিত্র্য এবং অনুপাত যা বনের স্থায়িত্ব প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সে সম্পর্কে কোন সঠিক চিত্র প্ল্যান্টেশন জার্নাল হতে পাওয়া যায় না ।

৩.৪.৩ অপরদিকে, বন অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে বনায়নের প্রকৃত চিত্র ফুটে না ওঠায় তা বনায়নের সাফল্য ও কার্যকরিতা নিরুপণে সহায়ক নয় । কোন কোন প্ল্যান্টেশন সাইটের উপর প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনে বনায়নের পরিমাণ, প্রজাতির শতকরা হার এবং রোপিত চারার বেঁচে থাকার হার সম্পর্কে যে তথ্য দেয়া হয়েছে নিরীক্ষা কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের যাচাই এবং অন্যান্য প্রতিবেদন হতে তার সঠিকতা প্রতিপন্ন করা যায়নি । যেমন;

- মনিটরিং প্রতিবেদনে 'বাফার জোন বনায়নে' ৩০% হতে ৬০% আকাশমনি চারার কথা উল্লেখ থাকলেও মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শনে অধিকাংশ 'বাফার জোন বনায়নে' ৮০% হতে ৯০% আকাশমনি লক্ষ্য করা গেছে । অপরদিকে, সরেজমিন পরিদর্শনে কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের ফাসিয়াখালি রেঞ্জের মানিকপুর বীটে সৃজিত বাফার জোন ও কোর জোন বনায়নে প্রায় ৪০% ইউক্যালিপটাস দেখা গেলেও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ, চট্টগ্রাম এর মনিটরিং প্রতিবেদনে ইউক্যালিপটাস এর উল্লেখই করা হয়নি ।
- ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ, খুলনা-এর মনিটরিং প্রতিবেদনে নোয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগের নলচিরা রেঞ্জের আওতায় ২০১৫-২০১৬ সময়ে 'নিউ চর জোনাক' এ সৃজিত ৪০ হেক্টর নন-ম্যানগ্রোভ বাফার বনায়ন এবং ওসখালীতে সৃজিত ১০ হেক্টর মাউন্ড বনায়নে রোপিত জীবিত চারার শতকরা হার যথাক্রমে ৯৪.২ এবং ৯৮.১৫ উল্লেখ করা হয়েছে । অপরদিকে, সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসারের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্ল্যান্টেশন সাইট নির্বাচন সঠিক না হওয়ায় লবনাক্ততার কারণে উল্লিখিত সাইটদ্বয়ে রোপিত প্রায় সকল চারাই মারা গিয়েছে ।
- প্ল্যান্টেশন জার্নাল এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ, চট্টগ্রাম এর মনিটরিং প্রতিবেদন অনুসারে চট্টগ্রাম উপকূলীয় বন বিভাগের সন্দীপ রেঞ্জের আওতায় গুপ্তছড়ায় ২০১৪-২০১৫ সনে সৃজিত ম্যানগ্রোভ বনায়নের পরিমাণ ১৮৫ হেক্টর । অথচ, RIMS-এর স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণ অনুযায়ী বর্ণিত প্ল্যান্টেশন সাইটের প্রকৃত আয়তন ১০০ হেক্টরের কাছাকাছি ।

৩.৪.৪ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

খসড়া এআইআর জারীর পর বন অধিদপ্তর -এর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের প্রতিক্রিয়ায় জানানো হয় যে, বনায়ন পূর্ববর্তী এবং বনায়ন পরবর্তী সার্ভে প্রতিবেদন বনায়ন সাইটের পরিমাণ এবং বৈশিষ্ট্যসহ তথ্য প্ল্যান্টেশন জার্নালে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ।

সংশ্লিষ্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ডিভিশন কর্তৃক জিপিএস-এর সাহায্যে পরিমাপ করে সন্দীপ রেঞ্জের গুপ্তছড়ায় ১৮৫ হেঃ ম্যানগ্রোভ বন পাওয়া গিয়েছে ।

৩.৪.৫ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- প্রকল্প শুরুর পূর্বে এবং প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে প্রকল্প এলাকার বনায়ন কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট 'ডেডিকেটেড স্যাটেলাইট ইমেজ' ব্যবহার করে এবং যথাযথ পরিবীক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বনায়নের প্রকৃত পরিমাণ, গুণগত মান এবং বনের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করা হয়নি ।
- বনায়নে প্রজাতিভিত্তিক বৈচিত্র্য এবং অনুপাত যা বনের স্থায়ীত্ব প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যথাযথ ও হালনাগাদ প্ল্যান্টেশন জার্নাল সংরক্ষণ এবং পরিবীক্ষণের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা হয়নি ।

৩.৪.৬ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- প্রকল্প শুরুর পূর্বে এবং প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে প্রকল্প এলাকার বনায়ন কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট 'ডেডিকেটেড স্যাটেলাইট ইমেজ' ব্যবহার করে এবং যথাযথ পরিবীক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বনায়নের প্রকৃত পরিমাণ, গুনগত মান এবং বনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা জরুরী ।
- বিভিন্ন প্রজাতির চারার সঠিক সংখ্যা পৃথকভাবে উল্লেখ করাসহ প্ল্যান্টেশন পরবর্তী জরিপ এবং মনিটরিং প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ, মন্তব্য ও সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্ত করে 'প্ল্যান্টেশন জার্নাল' হালনাগাদ রাখা প্রয়োজন যাতে তা বনায়নের সফলতা এবং কার্যকারীতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হয় ।

৩.৫ ম্যানগ্রোভ বনায়ন ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে বনায়ন পদ্ধতি এবং উদ্ভিদের প্রজাতি নির্বাচনে দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু সহিষ্ণুতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি।

৩.৫.১ সিআরপিএআরপি প্রকল্পের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু সহিষ্ণু বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের সমন্বয়ে বনায়ন করা যাতে একদিকে বনায়নে উদ্ভিদের বৈচিত্র রক্ষার মাধ্যমে বনের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে তা উপকূলীয় এবং উপদ্রুত এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার অভিযোজনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল (পিআইএম)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেগুন, গর্জন, মেহগনি, আমলকি, হরিতকি, বহেরা ইত্যাদি দীর্ঘ মেয়াদী প্রজাতি দ্বারা 'কোর জোন' বনায়ন সৃজন করতে হবে। অপরদিকে, 'ম্যানগ্রোভ' বনায়নে কেওড়া, গেওয়া, বায়েন ইত্যাদি প্রজাতির চারা রোপন করতে হবে এবং কড়ই, গামার, চিকরাশি, অর্জুন, জলপাই, হরিতকি, আমলকি, আকাশমনি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রজাতি দ্বারা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে 'বাফার জোন', 'নন-ম্যানগ্রোভ বাফার জোন', 'স্ট্রীপ' এবং 'মাউন্ড' বনায়ন সৃজন করেত হবে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ধরণের বনায়নে আকাশমনির সংখ্যা ১০% এর কম থাকবে।

৩.৫.২ কিন্তু, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সৃজিত বনায়নে প্রজতির বৈচিত্র্য রক্ষা করা হয়নি। সৃজিত 'বাফার জোন', 'নন-ম্যানগ্রোভ বাফার জোন', 'স্ট্রিপ' এবং 'মাউন্ড' বনায়নে গুটিকয়েক স্বল্প মেয়াদী প্রজাতির বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে বরং এ সব বনায়নে 'আকাশমনি' প্রজাতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এসকল বনায়নে আকাশমনির সংখ্যা ১০% এর কম হওয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ 'বাফার জোন', 'নন-ম্যানগ্রোভ বাফার জোন' এবং 'মাউন্ড' বনায়নে ৯০% এর অধিক আকাশমনি প্রজাতি লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া, অধিকাংশ স্ট্রিপ বনায়নে ৪০% এর অধিক আকাশমনি রোপিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের অধীন বালুখালী বীটের বাফার জোন বনায়নে প্রায় ৯৫% আকাশমনি রোপন করা হয়েছে

৩.৫.৩ তাছাড়া, অংশগ্রহণমূলক সামাজিক বনায়ন-এর আওতায় বনায়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলার চেয়ে স্বল্প মেয়াদী আর্থিক উপকার পাওয়াকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক সামাজিক বনায়ন-এর আওতায় সৃজিত প্রায় সকল ধরণের বনায়নে (বাফার, মাউন্ড, নন-ম্যানগ্রোভ বাফার এবং স্ট্রিপ) স্বল্প মেয়াদী প্রজাতি ব্যবহার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী বনায়নের মেয়াদকাল মাত্র ১০ বছর এবং তারপরেই এসব বনভূমি কেটে ফেলা হবে। ফলে, প্রকল্পের অর্থায়নে সৃজিত বনায়নের দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু সহিষ্ণুতা অর্জিত হবে না। বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন মনিটরিং প্রতিবেদন অনুসারে, সিআরপিএআর প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-২০১৬ সময়ে বিভিন্ন ধরণের সর্বমোট ১৭৫০০ হেক্টর ব্লক বাগান এবং ২০০০ সিডলিং কি: মি: (সিকিমি) স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছে, যার বর্তমান অবস্থা নিম্নের ছকে দেখানো হলোঃ

ছক ৫ঃ প্রকল্পের আওতায় সৃজিত বিভিন্ন ধরণের বাগানের বর্তমান অবস্থা।

ক্রম	ব্লক/ স্ট্রিপ	বাগানের ধরন	পরিমাণ/ আয়তন	প্রজাতি	মোট ব্লক বাগানের শতকরা হার	মন্তব্য
০১.	ব্লক	ম্যানগ্রোভ	৬৩৫০ হেঃ	কেওড়া, গেওয়া, বায়েন	৩৬.২৯%	সৃজিত বাগানের বিরাট অংশ (নোয়াখালির ২২০০ হেক্টরের ৮০% সহ) সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ভেসে গেছে।
০২.		বাফার-জোন	৭৪২৫ হেঃ	৮০% এর অধিক আকাশমনি সহ অন্যান্য স্বল্প মেয়াদী প্রজাতি।	৪২.৪৩%	শতকরা হিসেবে জীবিত চারার সংখ্যা বেশী হলেও সামাজিক বনায়ন হওয়ায় ১০ বৎসর পর সম্পূর্ণ বাগান কেটে ফেলা হবে।
০৩.		নন-ম্যানগ্রোভ	২৭৮ হেঃ	ঐ	১.৫৯%	ঐ
০৪.		মাউন্ড	১৫৫ হেঃ	ঐ	০.৮৯%	ঐ
০৫.		কোর-জোন	২৭৭৪ হেঃ	দীর্ঘ মেয়াদী প্রজাতি	১৫.৮৫%	দীর্ঘ মেয়াদী বাগান সৃজন করা হয়েছে।
০৬.		ঝাউ	২৫৮ হেঃ	ঝাউ	১.৪৭%	ঐ
০৭.		এনরিচমেন্ট	২৬০ হেঃ	গেওয়া, সুন্দরী ইত্যাদি	১.৪৯%	ঐ
০৮.	স্ট্রিপ	স্ট্রিপ (রাস্তার পার্শ্ব, বাঁধ, ইত্যাদি)	১০৫৭ সিকিমি	স্বল্প মেয়াদী প্রজাতি	-	সামাজিক বনায়ন হওয়ায় বাগান সৃজনের ১০ বৎসর পর সকল বৃক্ষই কেটে ফেলা হবে।
০৯.		গোলপাতা	৯৪৩ সিকিমি	গোলপাতা	-	দীর্ঘ মেয়াদী বাগান
তথ্যের উৎস :১) Plantation journal. ২) বিভাগীয় বন অফিসের প্রতিবেদন.৩) রেঞ্জ কর্মকর্তার প্রতিবেদন ।						

৩.৫.৪ অধিকন্তু, প্রকল্প সমাপ্তির পর থেকেই বাজেট বরাদ্দের অভাবে নতুন করে বনায়নকৃত অধিকাংশ এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বন্ধ থাকায় রোপিত চারার বেঁচে থাকাই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃজিত বাফার জোন ও মাউন্ড প্ল্যান্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বনায়নে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীগন সৃজিত বনায়ন রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় এবং অনিচ্ছুক। মানিকপুর (ফাসিয়াখালি, কক্সবাজার উত্তর), টেকনাফ (কক্সবাজার দক্ষিণ), শীতলপুর (চট্টগ্রাম উত্তর), বরদুয়ারা, ডলু এবং আরও অনেক স্থানেই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির আওতায় যে সকল 'বাফার জোন' বনায়ন সৃজন করা হয়েছে, ঐ সকল বনায়নের জন্য কোন 'বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি' এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। বন অধিদপ্তরের যথাযথ তদারকির অনুপস্থিতিতে বনায়ন এলাকা রক্ষণাবেক্ষণে অংশগ্রহণকারী

উপকারভোগীদের কোন ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি। সৃজিত বনায়ন এলাকা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হলে এই সকল বনের জীবিত চারার সংখ্যা শীঘ্রই হ্রাস পাবে।

৩.৫.৫ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সৃজিত বনায়নে উপকারভোগীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে অতি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সুফল পাওয়ার প্রত্যাশায় প্রধানতঃ আকাশমনি প্রজাতি রোপন করা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ডিভিশন, চট্টগ্রাম-এর মনিটরিং প্রতিবেবদনে ৩০%-৬০% আকাশমনি পাওয়া গিয়েছে।

৩.৫.৬ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- বনায়নে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রজাতির যথাযথ অনুপাত এবং প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষিত না হওয়ার কারণে সৃজিত বনের স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘ মেয়াদী জলবায়ু অভিযোজন নিশ্চিত হয়নি।
- প্রকল্পের অর্থায়নে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সৃজিত ১০০% স্ট্রিপ বাগান এবং ৪৫% ব্লক বাগান যা রোপিত চারার হিসেবে মোট বনায়নের প্রায় ৬৮%, প্রকল্প সমাপ্তির আট থেকে দশ বছরের মধ্যেই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। পরিণামে, জলবায়ু সহিষ্ণু বনায়নের স্থায়ীত্ব নিশ্চিতভাবেই ঝুঁকিগ্রস্থ হবে।

৩.৫.৭ নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বনায়নের দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু অভিযোজন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রজাতির উদ্ভিদের যথাযথ অনুপাত ও বৈচিত্র্য বজায় রাখা অপরিহার্য।
- উদ্ভিদের প্রজাতিভিত্তিক বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং বনায়নকৃত এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী বৃক্ষাচ্ছাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির বনায়নের ক্ষেত্রে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ আবর্তনের বৃক্ষের যথাযথ অনুপাত বজায় রাখা প্রয়োজন।
- পরিবেশের উপর দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব বিস্তার এবং জলবায়ূ সহিষ্ণুতা নিশ্চিত করতে দীর্ঘ আবর্তনের বনায়নকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন।
- সামাজিক বনায়নের অংশীদার উপকারভোগীরা যাতে যথাযথভাবে বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করেন তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নজরদারী ও তদারকি জোরদার করতে হবে।

নিরীক্ষা ক্ষেত্র (Issue Area)-২: বনায়ন ও পুনঃবনায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৩.৬ অংশগ্রহণমূলক বনায়নের উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে জলবায়ুর অভিঘাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি যথাযথভাবে অনুসৃত হয়নি।

৩.৬.১ প্রকল্প দলিল মোতাবেক, 'সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০১১' অনুসরণ করে স্থানীয় জনগণের সাথে অলোচনাপূর্বক স্বচ্ছতার সাথে অংশগ্রহণমূলক বনায়নের জন্য উপকারভোগী নির্বাচন করতে হবে। এ বিধিমালার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে স্থানীয় প্রকৃত দরিদ্র জনগণ, নারী এবং ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর লোকজন যারা জলবায়ু

পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের দ্বারা সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ তাদেরকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করা যাতে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি হ্রাস করা যায়। কিন্তু নথিপত্র এবং নিরীক্ষা কর্তৃক সম্পাদিত জরিপের প্রশ্নে উপকারভোগীদের প্রদত্ত উত্তর বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই উল্লিখিত নীতিমালা অনুসরণ না করে স্থানীয় সরকারের সদস্যগণ, তাঁদের আত্মীয়স্বজন,

ব্যবসায়ী এবং সমাজের বিত্তবান লোকজনসহ প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে সামাজিক বনায়নের অংশগ্রহণকারী ও উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরুপ উল্লেখ্য, ভোলার কুকরিমুকরি, পটুয়াখালি গঙ্গামতি, চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের করেরহাট ও বালুখালি, চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের বরদুয়ারা ও ডলু এবং কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের অধীন মানিকপুর, নাপিতখালি ও কচ্চপিয়াসহ বন অধিদপ্তরের আরও কিছু বীট ও রেঞ্জ অফিস সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় অংশীদার ও উপকারভোগীদের একটি বড় অংশ সমাজের প্রভাবশালী ও আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারসহ স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং কয়েক একর ভূ-সম্পত্তির মালিক যাঁরা কোনভাবেই সামাজিক বনায়নের অংশীদার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য নন।

- তাছাড়া, উপকারভোগী নির্বাচনে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ইউনিয়ন পর্যায়ের জনসভায় উপকারভোগীদের নাম ঘোষণার বিধান থাকলেও তা না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাগান সৃজনের পরে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অধিকন্তু, বিধি মোতাবেক বাগান সৃজনের পূর্বেই উপকারভোগী নির্বাচন, চুক্তি স্বাক্ষর এবং চুক্তির অনুলিপি উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই বাগান সৃজনের পরে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ও বিতরণ করা হয়।

৩.৬.২ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট পরিস্থিতির বিবেচনায় এলাকার প্রভাবশালী লোকদেরকে সামাজিক বনায়নের অংশীদার হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

৩.৬.৩ নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উপকারভোগী হিসেবে সমাজের প্রভাবশালী এবং স্বচ্ছল লোকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করায় অংশগ্রহণমূলক বনায়নের মাধ্যমে স্থানীয় অস্বচ্ছল জনগণ, নারী ও ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর লোকদের জলবায়ু অভিযোজন ক্ষমতা সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য প্রকল্পের ছিল তা সম্পূর্ণ ফলপ্রসু হয়নি।

৩.৬.৪ নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অংশগ্রহণমূলক বনায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০১১ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক স্থানীয় প্রকৃত দরিদ্র জনগণ, নারী এবং ক্ষুদ্র নৃ-জাতীগোষ্ঠীর লোকজন যারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের দ্বারা সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ তাদেরকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করতে হবে।
- উপকারভোগী নির্বাচনে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন নিশ্চিতকরণসহ বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক চূক্তির সম্পূর্ণ মেয়াদকালীন সময়ে বাগানের অংশীদার ও উপকারভোগীদের কর্মকান্ড তদারকি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নিরীক্ষা ক্ষেত্র (Issue Area)- ৩ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর দীর্ঘস্থায়ী সহিষ্ণুতা সৃষ্টিতে আরণ্যক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তা কর্মসূচীর প্রভাব।

৩.৭ বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তা কার্যক্রমের মোট উপকারভোগী জনসংখ্যার মধ্যে বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অল্প হওয়ায় এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে।

৩.৭.১ সিআরপিএআরপি প্রকল্পের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিকল্প জীবিকায়ন সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা এছাড়াও এ কার্যক্রমের একটি লক্ষ্য হলো দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজন সৃষ্টি করা ও বনের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে জলবায়ু প্রশমনে সহায়তা করা। উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য প্রকল্পের দলিলে নিম্নবর্ণিত দিক নির্দেশনা এবং নির্ণায়ক নির্ধারিত ছিলঃ

- বনায়নকৃত সাইটের কাছাকাছি থাকা,
- প্রাকৃতিক বনের কাছাকাছি থাকা,
- জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব অর্থাৎ ভূমিক্ষয়/ভূমিধ্বস, জলাবদ্ধতা, জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা, লবণাক্ততা,
- বনায়নকৃত সাইটের আয়তন এবং
- দারিদ্র্যের মাত্রা।

৩.৭.২ উপকারভোগী নির্বাচনের একটি নির্ণায়ক হলো ব্যক্তির পারিবারিক আয়ের ৬০% এর অধিক বন হতে আসতে হবে এবং তার কর্মসময়ের ৬০% এর অধিক বনে অতিবাহিত হবে'। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তার উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এসকল শর্ত অনুসরণ করা হয়নি। কারণ, নির্বাচিত অধিকাংশ পরিবারই জীবিকার জন্য বনের উপর তেমন নির্ভরশীল ছিল না। বরং তারা জীবিকার জন্য প্রধানতঃ কৃষি এবং মৎস্য আহরণসহ অন্যান্য স্বল্প আয়ের কর্মকান্ডের উপর নির্ভরশীল ছিল। বস্তুত স্বল্প সংখ্যক উপকারভোগী জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য বনের উপর নির্ভরশীল ছিল।

৩.৭.৩ প্রাপ্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তা কর্মকান্ডের জন্য নির্বাচিত উপকারভোগীর প্রায় ৯০% সমাজের হতদরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত। উপকারভোগীদের মধ্যে পরিচালিত জরিপের ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রায় ৮৫% পরিবার তাদের পারিবারিক আয়ের জন্য কখনো বনের উপর নির্ভরশীল ছিল না। অর্থাৎ, নির্বাচিত উপকারভোগীগন অস্বচ্ছল হলেও তারা জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না।

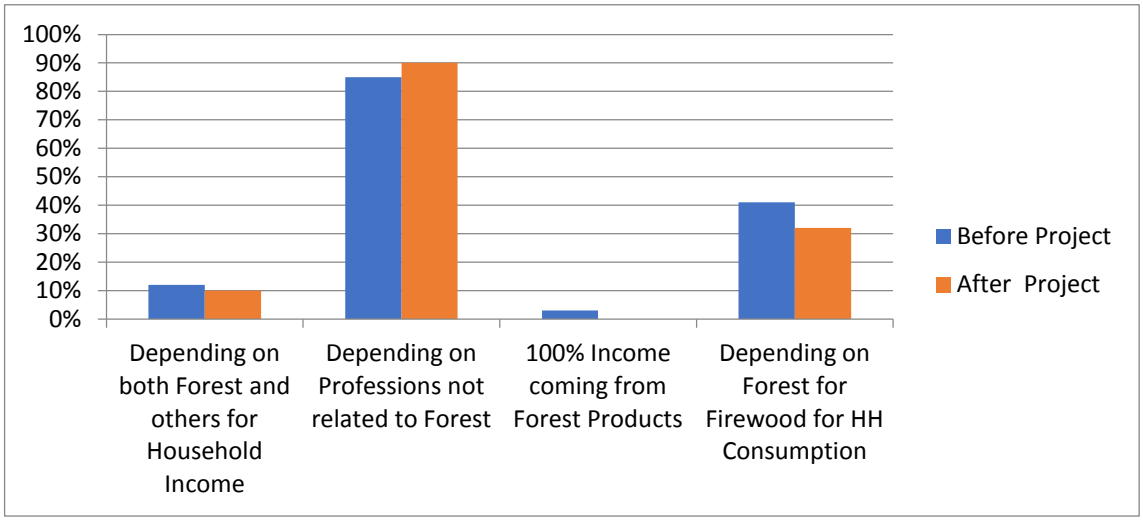

Bar Chart: Dependency of ALSFDC beneficiaries for HH Income

- উপরের হস্তলেখা হতে দেখা যায় যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের মাত্র ১২% প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন প্রকল্প সমাপ্তিতে যা কমে ১০% এ দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে প্রকল্প শুরুর পূর্বে ৮৫% পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হতো বনের উপর নির্ভরশীল পেশা ব্যতিত অন্যান্য পেশা হতে যা প্রকল্প সমাপ্তিতে ৯০% এ উন্নীত হয়েছে। সুতরাং এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বনের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে বিকল্প জীবিকায়ন কর্মসূচী তেমন কোন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি।

৩.৭.৪ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

তিনটি ধাপের একটি কঠোর প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত গ্রামগুলোর দরিদ্র এবং চরম দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্য হতে উপকারভোগী পরিবার নির্বাচিত করা হয়। প্রথম ধাপে, একটি নির্বাচিত গ্রামের সবগুলো পরিবারকে পিআরএ অনুশীলনের (সম্পদ র‍্যাংকিং বিশ্লেষণ) মাধ্যমে চারটি গ্রুপ বা দলে (চরম দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যম আয়ের এবং সচ্ছল) শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এরপর একটি 'প্রশ্নাবলী ভিত্তিক গৃহজরিপ'র মাধ্যমে চরম দরিদ্র এবং দরিদ্র পরিবারগুলোকে আরও তদন্ত করা হয় এবং দারিদ্র্য, দুর্বলতা বা ঝুঁকি এবং বন নির্ভরশীলতার স্তরের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পরিবারকে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্কোর প্রদান করা হয়। উক্ত কৌশলে চরম দরিদ্র, মহিলা-নেতৃত্বাধীন, সংখ্যালঘু এবং বনের উপর অতি নির্ভরশীল পরিবারগুলোকে উচ্চতর স্কোর প্রদান করা হয়। অতঃপর, গ্রামের-নেতৃত্বাধীন ব্যক্তি এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্ত ৩০টি পরিবারের তালিকা পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত করা হয়।

উপকারভোগী নির্বাচন বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের দ্বিতীয় বাস্তবায়ন সহায়তা মিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রাম নির্বাচন এবং সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ খুব যৌক্তিকভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং তা বাংলাদেশের জন্য ভাল অনুশীলন হতে পারে। এতে আরো বলা হয়েছে, প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ, সমন্বিত এবং সবচেয়ে দুর্বল এবং বন নির্ভর পরিবারগুলোর নির্বাচিত হওয়া নিশ্চিত করেছে।

৩.৭.৫ নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত পরিবারের মধ্যে বনের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সংখ্যা অল্প হওয়ায় এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে।

৩.৭.৬ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- প্রকল্পের কার্যক্রম ও কৌশলসমূহ এমনভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত যাতে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ সফলতা লাভ করা যায়।

৩.৮ আরণ্যক ফাউন্ডেশনের অধীনে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত পার্টনার এনজিও এবং বন দপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

৩.৮.১ প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণমূলক বিভিন্ন সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর অংশীদার হিসেবে ALSFDC কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের প্রাধান্য প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আরণ্যক ফাউন্ডেশন ও তার পার্টনার এনজিওকে বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

৩.৮.২ 'উত্তোরণ'-এর কর্ম এলাকা বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী এবং নোয়াখালী জেলায় 'বিকল্প জীবিকায়ন কর্মসূচী'র সুবিধাভোগীদেরকে সামাজিক বনায়নে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 'উত্তোরণ'এর আওতায় ALSFDC কার্যক্রমের মাত্র ৬% এবং YPSA এর আওতায় মাত্র ১৪% সুবিধাভোগী বন অধিদপ্তরের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। সুতরাং প্রকল্পের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগী এনজিও এবং বন অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল। সহযোগী এনজিও এবং বন অধিদপ্তরের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে সমন্বয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে তদারকি ও তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে আরণ্যক ফাউন্ডেশন ব্যর্থ হয়েছে।

৩.৮.৩ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

আগস্ট ২০১৪ এর বিশ্বব্যাংকের মিশন রিপোর্ট অনুযায়ী, বনায়ন কর্মসূচির জন্য অংশীদার উপকারভোগী নির্বাচনের সময় ডিএফও এবং বীট অফিসারগণ আইপিসি'র মাধ্যমে এফডিজি সদস্যদের নিকট হতে দরখাস্ত সংগ্রহ করবেন এবং তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করবেন; যেহেতু, এফডিজি সদস্যদের নির্বাচনের মানদন্ড সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচনের মানদন্ড (দরিদ্র, ভূমিহীন, ঝুঁকিপূর্ণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী) সম্পূর্ণ এক। পরবর্তীতে, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীতে এফডিজি সদস্যদের অন্তর্ভূক্তির জন্য আরণ্যক এবং সহযোগী এনজিও, বন অধিদপ্তরের সাথে মাসিক এবং ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করে। বিভাগীয় পর্যায়ে বন কর্মকর্তাদের সাথে এ ধরনের সমন্বয় সভার ফলে, অবশেষে প্রকল্পের শেষে ৩৩% এফডিজি সদস্যকে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩.৮.৪ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

সহযোগী এনজিও এবং বন অধিদপ্তরের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে সমন্বয়ের অভাবে ALSFDC কার্যক্রম এর সুবিধাভোগীদেরকে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর অংশগ্রহণকারী হিসেবে নির্বাচনে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়নি।

৩.৮.৫ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

PIM guidelines অনুসারে ALSFDC কার্যক্রম এর সুবিধাভোগীদেরকে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর অংশগ্রহণকারী হিসেবে নির্বাচনে অগ্রাধিকার প্রদান নিশ্চিত করতে আরণ্যক এবং তার সহযোগী এনজিও কে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সমন্বয়/সহযোগিতা করতে হবে।

৩.৯ 'যৌথ ঘুর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল' (Mutual Rotating Savings and Loan Fund, MRSLF) পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুপস্থিতি তহবিলের ভবিষ্যৎকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

৩.৯.১ প্রকল্প দলিলে বর্ণিত শর্তানুসারে নির্বাচিত ২০০টি গ্রাম নিয়ে ৫৫টি ইউনিয়ন ভিত্তিক ফেডারেশন/সমিতি গঠন করতে হবে। প্রত্যেক ফেডারেশনের এফডিজি সদস্যদের দ্বারা গঠিত একটি নির্বাহী কমিটি থাকবে এবং এ নির্বাহী কমিটি ফেডারেশনসহ MRSLF পচিালনা করবে। প্রকল্পের পিআইএম অনুসারে, ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং সহযোগী এনজিওর 'সাইট কোঅর্ডিনেটর'- এই তিন জনের যৌথ পরিচালনায় একটি STD ব্যাংক হিসেবে MRSLF তহবিল রাখতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর MRSLF পরিচালনার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

৩.৯.২ নিরীক্ষায় দেখা যায়, নির্বাচিত ২০০টি গ্রাম/এফডিজি নিয়ে ৫৫টি ইউনিয়ন ভিত্তিক ফেডারেশন গঠন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে সমবায় আইন ২০০১ এর আওতায় নিবন্ধিত করে গঠিত ফেডারেশনগুলোকে আইনগত কাঠামোর অধীনে আনা হয়েছে। এছাড়া, ফেডারেশন/সমিতির নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট এফডিজি'র সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন। তবে এই কমিটি স্বাধীনভাবে তহবিল পরিচালনা করতে সক্ষম নয়।

৩.৯.৩ নিরীক্ষা কর্তৃক নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং এফডিজি'র সাধারণ সদস্য উভয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। লক্ষ্য করা গেছে যে, ৯০% এর অধিক নির্বাহী কমিটি স্বাধীনভাবে ফেডারেশন বা সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম নয়। এমনকি তারা নিজেরা MRSLF তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করতেও সক্ষম নয়। সরেজমিনে পরিদর্শন এবং বিভিন্ন রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরও ফেডারেশন বা সমিতির হিসাব রক্ষণ, রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, বার্ষিক সাধারণ সভাসহ অন্যান্য সভার আয়োজন, বিভিন্ন সভার কার্যপত্র ও প্রতিবেদন প্রস্তুতি এবং MRSLF তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ফেডারেশন বা সমিতিগুলো সহযোগী এনজিও'দের প্রতিনিধিগণের (ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর অথবা সাইট কোঅর্ডিনেটর) উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ফলে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সহযোগী এনজিও'র সংশ্লিষ্ট 'সাইট কোঅর্ডিনেটর' ব্যাংক হিসাবের সাক্ষরদাতা হিসেবে কাজ না করায় তহবিল ব্যবস্থাপনায় জটিলতা দেখা দেয়।

৩.৯.৪ কার্যতঃ ফেডারেশনগুলোর কার্যাবলী এবং MRSLF তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়-দায়িত্ব গ্রহণের জন্য এফডিজিগুলোর এবং ইউনিয়নভিত্তিক ফেডারেশনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়নি। অপরদিকে MRSLF তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তর করার জন্য আরণ্যক ফাউন্ডেশন বা এনজিও-দের কারও কোন প্রস্থান পরিকল্পনা (exit plan) ছিল না। তাছাড়া, প্রকল্প সমাপ্তির পর তহবিলের যথাযথ ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও তত্ত্বাবধানের জন্য বন অধিদপ্তর বা অন্য কোন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান করা হয়নি।

৩.৯.৫ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

- প্রকল্পের সময় সংক্ষিপ্ততা এবং নব গঠিত সমবায় সমিতিগুলোর অভিজ্ঞতার অভাবে স্বাধীনভাবে MRSLF পরিচালনা করতে সমিতিগুলো কিছুটা সময় নিচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে 'জটিল মাইক্রোফাইন্যান্স একাউন্টিং' এবং ঋণ কার্যক্রমের ডকুমেন্টেশনের জন্য আরণ্যক ফাউন্ডেশন সমিতিগুলোর মাধ্যমে একাউন্টেন্ট নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

- প্রকল্পটি বিলম্বে শুরু হওয়ায় আরণ্যক ফাউন্ডেশকে 'সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম' আয়োজন করতে হয়েছিল ৩ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে, যা চরম দরিদ্র এবং অধিকাংশ নিরক্ষর সদস্যদেরকে পরিপূর্ণ একাউন্টেন্ট হিসেবে তৈরি করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু, এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেও সমিতিগুলোর সক্ষমতার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়। ফলে, পরিপূর্ণ গ্র্যাজুয়েট হতে তাদের আরও সহায়তার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ২০১৬ সালের শুরু থেকে তারা নিজেরাই তাদের 'সঞ্চয়ী পাশ বই' সংরক্ষণ, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং মাসিক সভা আয়োজন করতে সক্ষম হয়।

- ইতোমধ্যে, কিছু কিছু নির্বাহী কমিটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নিরক্ষর সদস্যদের পরিবর্তে তাদের পরিবারের শিক্ষিত সদস্যদেরকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু, সমিতির নিয়োগকৃত একউন্টেন্টদের সহায়তায় এনজিও'র স্টাফদের উপর তাদের নির্ভরশীলতা কমেছে।

৩.৯.৬ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

প্রকল্প সমাপ্তির পর MRSLF তহবিলের যথাযথ পরিচালনা, তদারকি ও তত্ত্বাবধানের জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান না করায় এ তহবিলের ভবিষ্যৎ ঝুঁকিপূর্ণ যা এই তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকে অনিশ্চিত করে তুলছে।

৩.৯.৭ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- MRSLF তহবিল পরিচালনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।
- নিরক্ষর ও অক্ষম সদস্যদের পরিবর্তে নির্বাচিত পরিবারগুলো থেকে শিক্ষিত ও সক্ষম ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সমিতির নির্বাহী কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে, যাতে তারা সমিতির কার্যাবলী ও MRSLF তহবিল পরিচালনা করতে পারে।
- তহবিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের যথাযথ তদারকি ও তত্ত্বাবধানের জন্য বন নির্ভরশীল দলগুলোকে নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতিগুলোতে বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

২.১০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে বিকল্প জীবিকায়ন কর্মসূচীর আওতায় গঠিত সমবায় সমিতি (ফেডারেশন) সমূহের গঠনতন্ত্র এবং উপ-আইন প্রণয়ন করায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি সীমিত হয়ে পড়ে।

- বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প জীবিকায়ন কর্মসূচী পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত ফেডারেশনগুলোকে 'সমবায় সমিতি' হিসেবে সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত করার মাধ্যমে আইনী কাঠামোর আওতায় আনা হয় এবং প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ভিত্তিক সমিতিকে একটি করে নিবন্ধন নম্বর প্রদান করা হয়। তাছাড়া, সমিতিগুলোর জন্য গঠনতন্ত্র ও উপ-আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু, নিরীক্ষায় দেখা যায়, সমিতির গঠনতন্ত্র ও উপ-আইনসমূহ প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি। সমিতিগুলোর গঠনতন্ত্রে ও উপ-আইনে প্রকল্প অনুমোদিত 'উপকারভোগী নির্বাচনের ক্রাইটেরিয়া বা মানদন্ড', পিআইএম নির্দেশিত 'সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো' (Social Management Framework, SMF), এবং 'পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো' (Environmental Management Framework, EMF) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অধিকন্তু, উপকারভোগীদেরকে সমিতির গঠনতন্ত্র এবং উপ-আইনের কপি সরবরাহ না করায় তারা সমিতি পরিচালনায় তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কেও অবহিত নয়। সংযুক্তি W.P 'ঝ' দ্রষ্টব্য)
- সমিতিগুলোর গঠনতন্ত্রে ও উপ-আইনে প্রকল্প অনুমোদিত 'উপকারভোগী নির্বাচনের ক্রাইটেরিয়া বা মানদন্ড' অন্তর্ভুক্ত না করায় বিদ্যমান বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে নির্বাচিত গ্রামগুলোর ভিতর থেকে অথবা বাইরে থেকে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও প্রভাবশালী লোকদের উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, 'বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকায়নকে শক্তিশালী ও বহুমূখী করা' সংক্রান্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহিষ্ণুতা সৃষ্টি এবং বন সংরক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী সুফল অর্জন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

৩.১০.১ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপ-আইনের উদ্দেশ্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে, কিছু ক্ষেত্রে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি বা সমিতির পুরাতন সদস্য প্রতিস্থাপনের জন্য 'সিলেক্শন ক্রাইটেরিয়া' এবং প্রকল্পের 'পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো' সমিতিগুলোর উপ-আইনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আছে। উক্ত উদ্দেশ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আরণ্যক ফাউন্ডেশন সমবায় সমিতিগুলোকে সহায়তা করবে।
- সমিতির নেতৃস্থানীয় লোকজন গঠনতন্ত্র ও উপ-আইন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। বিশেষ করে, মাসিক দলীয় সভা এবং পারিবারিক আলোচনার প্লাটফর্ম ব্যবহার করে সমিতির সাধারণ সদস্যদেরকে সচেতন করার জন্য তারা ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৩.১০.২ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

৩.১০.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে বিকল্প জীবিকায়ন কর্মসূচীর আওতায় গঠিত সমবায় সমিতি (ফেডারেশন) সমূহের জন্য গঠনতন্ত্র এবং উপ-আইন প্রণয়ন করায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি সীমিত হয়ে পড়েছে। এতে, বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকায়নকে শক্তিশালী ও বহুমূখী করা সংক্রান্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন অনেকাংশে ব্যাহতহয়েছে এবং তাদের জলবায়ু সহিষ্ণুতা সৃষ্টি ও বন সংরক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী সুফল অর্জন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

৩.১০.৪ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সমিতির গঠনতন্ত্র এবং উপ-আইনসমূহে প্রকল্প নির্দেশিত 'উপকারভোগী নির্বাচনের ক্রাইটেরিয়া বা মানদন্ড', পিআইএম নির্দেশিত 'সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (Social Management Framework, SMF)', এবং 'পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো (Environmental Management Framework, EMF)' অন্তর্ভুক্ত করে গঠনতন্ত্র এবং উপ-আইনসমূহ সংশোধন করার মাধ্যমে প্রকৃত জলবায়ু ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরী।
- সংশোধিত গঠনতন্ত্র ও উপ-আইনসমূহ উপকারভোগীদের সরবরাহ করার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনায় তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজনে তাদের ভূমিকা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩.১১ সহযোগী এনজিও কর্তৃক সমবায় সমিতি (ফেডারেশন) সমূহের ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ তহবিল পরিচালনায় ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

৩.১১.১ প্রকল্প দলিলে বর্ণিত শর্তানুসারে আরণ্যক ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিও 'উত্তোরণ' এবং 'ইপসা' 'যৌথ ঘুর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল (MRSLF)' পরিচালনা করবে। তারা এ তহবিল হতে ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং তা আরণ্যক ফাউন্ডেশনের নিকট উপস্থাপন করবে। আরণ্যক ফাউন্ডেশন সহযোগী এনজিও কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদন যাচাই করবে এবং সংযুক্ত প্রতিবেদনসমূহ একীভূত করে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট', ক্লাইমেট চেঞ্জ রিজিলিয়েন্স ফান্ড (সিসিআরএফ) ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বিশ্ব ব্যাংকের নিকট উপস্থাপন করবে। অধিকন্তু, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কম্পোনেন্ট-এর সাথে কার্যকর সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত আরণ্যক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে সহযোগী এনজিওগুলোকে বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৩.১১.২ নিরীক্ষায় দেখা যায়, সহযোগী এনজিও কর্তৃক 'যৌথ ঘুর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল (MRSLF)' হতে ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আরণ্যক ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করা হলেও আরণ্যক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট' বা ক্লাইমেট চেঞ্জ রিজিলিয়েন্স ফান্ড (সিসিআরএফ) ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়নি। তাছাড়া, সমবায় সমিতিসমূহের কার্যক্রম তদারকির জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নিএবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে আরণ্যক ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রমের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়।

- অপরদিকে, সমবায় বিধিমালা অনুসারে সমিতিগুলো সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে বহিঃ নিরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক হলেও প্রকল্পের আওতার গঠিত সমবায় সমিতিগুলোর কার্যক্রম নিরীক্ষার তেমন কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে, কিছু কিছু সমবায় সমিতির বহিঃনিরীক্ষা সম্পন্ন হলেও অধিকাংশ সমিতি কখনোই নিরীক্ষা করা হয়নি। সমবায় অধিদপ্তরের কয়েকটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইউনিয়ন ভিত্তিক ফেডারেশন/সমিতিগুলো সমবায় অধিদপ্তরের বিধি-বিধান অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অধিকন্তু, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরীক্ষার সুপারিশমালা বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

৩.১১.৩ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

- সমিতি নিরীক্ষার দায়িত্ব সমবায় অধিদপ্তরের। ইতোমধ্যে, বরিশাল অঞ্চলের ২২টি সমিতির মধ্যে ১৬টি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৩৩টি সমিতির মধ্যে ১৩টি সমিতির কার্যক্রম সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়েছে।.
- কোন কোন ক্ষেত্রে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন সমিতি হওয়ায় অভিজ্ঞতার অভাব এবং সমবায় অধিদপ্তর হতে ওরিয়েন্টেশন প্রাপ্ত না হওয়ায় নিরীক্ষায় কিছু পর্যবেক্ষণ উত্থাপিত হয়েছে। এ অবস্থার উত্তোরণে সমবায় অধিদপ্তর-এর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন এর আয়োজন করা এবং উন্নয়ন ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আরণ্যক ফাউন্ডেশন আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায় অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানাবে।

৩.১১.৪ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- সহযোগী এনজিও কর্তৃক সমবায় সমিতি (ফেডারেশন) সমূহের ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ তহবিল পরিচালনায় ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে যা আরণ্যক ফাউন্ডেশনের জবাব হতেও স্পষ্ট হয়। কারণ, ১৯/১২/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৫৫টি ইউনিয়ন ভিত্তিক সমিতির মধ্যে মাত্র ২৯টি (৫৩%) সমিতিকে সমবায় অধিদপ্তরে নিরীক্ষার আওতায় আনা হয় । তাছাড়া, ইতোমধ্যে নিরীক্ষিত সমিতি বা ফেডারেশনগুলোর উপর প্রণীত সমবায় অধিদপ্তরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

৩.১১.৫ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক যাতে সকল ইউনিয়ন ভিত্তিক সমিতি নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা করা হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে
- সমবায় অধিদপ্তরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।.
- প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরেও 'যৌথ ঘুর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল (MRSLF)' ব্যস্থাপনা পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া (Mechanisms) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের অফিসসহ প্রয়োজনে স্থানীয় পর্যায়ের অন্য যে কোন সরকারি সংস্থাকে যুক্ত করা যেতে পারে।

৩.১২ আরণ্যক ফাউন্ডেশন এবং সহযোগী এনজিও কর্তৃক 'যৌথ ঘুর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল (MRSLF)' থেকে অনিয়মিতভাবে ৫৩০.০৭ লক্ষ টাকা উত্তোলন।

- প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-২ এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা আরণ্যক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণীত আর্থিক বিবরণী অনুসারে ৫৫টি ইউনিয়ন ভিত্তিক ফেডারেশনের অধীন ৫৫টি MRSLF তহবিলে ক্লাইমেট চেঞ্জ রিজিলিয়েন্স ফান্ড (সিসিআরএফ) হতে সরাসরি অনুদান হিসেবে মোট ১৩৯২.১১ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। অপরদিকে, এফডিজি'র উপকারভোগী সদস্যদের অংশগ্রহণমূলক সঞ্চয়ের মাধ্যমে ২৪০ লক্ষ টাকা ম্যাচিং ফান্ড সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং ৫৫টি ইউনিয়ন ভিত্তিক ফেডারেশনের অধীন ৫৫টি MRSLF-এর মোট তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৩২.১১ লক্ষ টাকা।

৩.১২.১ প্রকল্পের সময়কালে 'পরিচালন ব্যয়' নির্বাহের জন্য পৃথক বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং দু'টি সহযোগী এনজিও'কে তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক পৃথকভাবে অর্থ পরিশোধ করা হয়। অপরদিকে, 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল বা পিআইএম' অনুসারে প্রকল্প সমাপ্তির পর MRSLF হতে বিতরণকৃত ঋণের সার্ভিস চার্জ এবং অর্জিত ব্যাংক সুদ হতে তহবিল 'পরিচালন ব্যয়' নির্বাহ করতে হবে। প্রকল্পের ডিপিপি, পিআইএম এবং প্রকল্প বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ, বিশ্ব ব্যাংক ও সহযোগী এনজিও-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র অনুসারে প্রকল্প সমাপ্তির পর আরণ্যক ফাউন্ডেশন বা সহযোগী এনজিও কর্তৃক MRSLF হতে কোন নামেই কোন অর্থ উত্তোলন বা প্রত্যাহারের কোন বিধান বা সুযোগ নেই। কিন্তু, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর আরণ্যক ফাউন্ডেশন ও দু'টি সহযোগী এনজিও কর্তৃক জানুয়ারী/২০১৭ হতে আগস্ট/২০১৭ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ৫৫টি MRSLF তহবিল হতে মোট ৫৩০.০৭ লক্ষ টাকা উত্তোলন অথবা প্রত্যাহার করা হয় (সংযুক্তি-৩)। বিভিন্ন কারন দেখিয়ে যেমন : পরিচালন ব্যয়, উপ-অনুদানের টাকা আরণ্যক ফাউন্ডেনকে ফেরত, আরণ্যক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুদান প্রত্যাহার বা স্থানান্তর ইত্যাদি নামে ৫৩০.০৭ লক্ষ টাকা উত্তোলন অথবা প্রত্যাহার করা হয়। বর্ণিত অর্থ কখন কোন্ খাতে ব্যয় করা হয়েছে তার বিবরণ বা ব্যয়ের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক নিরীক্ষার নিকট উপস্থাপন করতে পারেনি।

৩.১২.২ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

- প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর, নবগঠিত সমিতিগুলো মনিটরিং, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ২০০ গ্রামে ভ্যালু চেইন কর্মসূচী সম্প্রসারণ এবং নির্ঝঞ্জাট প্রস্থান প্রস্তুতির জন্য তাদেরকে আরও সহায়তা প্রদানের জন্য আরণ্যক ফাউন্ডেশন-কে অনুরোধ করা হয়। তদনুযায়ী, আরণ্যক ফাউন্ডেশন দু'টি সহযোগী এনজিও-র সহযোগিতায় বর্তমান প্রকল্প সেটআপ ব্যবহার করে তাদের সাহায্য করে এবং ব্যয়ভার সমিতিগুলো যৌথভাবে বহন করে।

- সমিতিগুলো যে ১৩৯.২১ মিলিয়ন টাকা পেয়েছে তার মধ্যে ৬০ মিলিয়ন টাকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, ৩.৮ মিলিয়ন টাকা ব্যয় হয়েছে বিশেষায়িত হস্তশিল্প প্রশিক্ষণের জন্য এবং ৪৭.৬৮ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়েছে ভ্যালু চেইন কার্যক্রম, মনিটরিং এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদানের জন্য। অবশিষ্ট ২৭.৭৩ মিলিয়ন টাকা কমিউনিটি কর্তৃক তাদের বিকল্প জীবিকায়ন কর্মসূচী পরিচালনা, বিনিয়োগ এবং উন্নয়নের জন্য রাখা হয়।

- মনোনীত একাউন্ট হতে ছাড় করার পর 'কমিউনিটি অনুদানসমূহ' ব্যয় হিসেবে রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু 'কমিউনিটি অনুদানের' চুক্তি ও ইনভয়েসগুলো ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল এবং বিশ্ব ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ৩০ এপ্রিল ২০১৭ এর মধ্যে বিতরণ বা ছাড় করা হয়, সেজন্য 'কমিউনিটি অনুদানের' জন্য সকল ব্যয় প্রকল্প সময়কালে লিপিবদ্ধ করা হয়।

- USAID হতে তহবিল পেতে বিলম্ব হওয়ায় এবং সমিতিগুলো থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের ভিত্তিতে অবশিষ্ট সকল গ্রামে 'ভ্যালু চেইন কর্মসূচী' সম্প্রসারিত করা এবং প্রস্থান প্রস্তুতির জন্য অধিকতর সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সমিতিগুলো, সহযোগী এনজিও এবং আরণ্যক ফাউন্ডেশনের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ উদ্দেশ্যে ২০১৭ সালে ৪৭.৬৮ মিলিয়ন টাকা ব্যয় হয় যা ৫৫টি সমিতির সাথে ভাগাভাগি করা হয়।

৩.১২.৩ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- নিরীক্ষা আপত্তির প্রতিক্রিয়ায় আরণ্যক ফাউন্ডেশনের বর্ণিত জবাব গ্রহণযোগ্য নয় । কেননা, প্রকল্প সমাপ্তির পর বিভিন্ন MRSLF হতে ৫৩০.০৭ লক্ষ টাকা উত্তোলন করায় প্রকল্পের ডিপিপি ও পিআইএম এর শর্ত এবং প্রকল্প বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ, বিশ্ব ব্যাংক ও সহযোগী এনজিও-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের শর্তাবলী লংঙ্ঘন করা হয়েছে ।.
- প্রকল্প সমাপ্তির পর 'পরিচালন ব্যয়' এর নামে অথবা অন্য কোন নামে MRSLF হতে অর্থ উত্তোলন বা প্রত্যাহার আরণ্যক ফাউন্ডেশন, সহযোগী এনজিও এবং ইউনিয়নভিত্তিক সমিতির নির্বাহী কমিটির কর্তৃত্ব বহির্ভূত ।
- প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-২ এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা (আরণ্যক ফাউন্ডেশন) কর্তৃক বর্ণিত অর্থ কখন কোন্ খাতে ব্যয় করা হয়েছে তার বিবরণ বা ব্যয়ের স্বপক্ষে প্রমাণক নিরীক্ষার নিকট উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে ।

৩.১২.৪ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পর্যবেক্ষণে উল্লিখিত ৫৩০.০৭ লক্ষ টাকা যথাযথ কর্তত্বের অধীন ও যথাযথ খাতে ব্যয়ের স্বপক্ষে কোন উপযুক্ত প্রমাণক না থাকায় উত্তোলিত বা প্রত্যাহারকৃত সমূদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করে অডিটকে অবহিত করতে হবে ।
- বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ও সহযোগী এনজিও কর্তৃক MRSLF হতে অনিয়মিত ও কর্তৃত্ব বহির্ভুতভাবে অর্থ উত্তোলন বা প্রত্যাহার করায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করতে হবে ।

৩.১৩ 'যৌথ ঘুর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল (MRSLF)' এর ব্যাংক হিসাব এবং একাউন্টিং রেকর্ডসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে দুর্বলতা।

৩.১৩.১ প্রত্যেক ফেডারেশন/সমিতির MRSLF তহবিলের জন্য প্রাথমিকভাবে একটি একক 'এসটিডি ব্যাংক একাউন্ট' খোলা হয় । কিন্তু নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, একটিমাত্র ফেডারেশন বা সমিতির MRSLF এর জন্য তিন থেকে পাঁচটি ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরই নতুন নতুন ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং কোন যৌক্তিক কারণ বা প্রয়োজন ব্যতিরেকেই এক ব্যাংক একাউন্ট হতে অন্য ব্যাংক একাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে ।

৩.১৩.২ প্রকল্প সমাপ্তির পরও MRSLF তহবিলের ব্যাংক একাউন্টের আবশ্যিক স্বাক্ষরদাতা (compulsory signatory) হিসেবে সহযোগী এনজিও (PNGO) এর 'সাইট কো-অর্ডিনেটর' কে পরিবর্তনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি ।

৩.১৩.৩ একটি মাত্র তহবিলের জন্য একাধিক ব্যাংক একাউন্ট ব্যবহার করায় বিভিন্ন ব্যাংক একাউন্টে লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে সমিতির হিসাব রক্ষণে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে । এছাড়া, একটি মাত্র MRSLF তহবিলের জন্য একাধিক ব্যাংক একাউন্টে লেনদেনের কারণে MRSLF সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হয়েছে । প্রত্যেক ব্যাংক একাউন্টের বিপরীতে ব্যাংক চার্জসহ করাদি কর্তনের ফলে সমিতির অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বেড়েছে ।

৩.১৩.৪ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

- প্রাথমিকভাবে PNGOএর ডকুমেন্টারী সহায়তায় অনিবন্ধিত ফেডারেশনগুলো তাদের প্রথম ব্যাংক হিসাব খোলে। তারপর সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধিত করার সময় তাদের নাম পরিবর্তিত হওয়ায় তাদেরকে দ্বিতীয় ব্যাংক হিসাব খুলতে হয়। ২০১৬-২০১৭ সনে অতিরিক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশ্ব ব্যাংক হতে অতিরিক্ত তহবিল পেতে সমিতিগুলো তৃতীয় ব্যাংক হিসাব খুলেছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মত কয়েকটি ব্যাংকের অসহযোগিতার কারণে কয়েকটি ফেডারেশনকে তাদের প্রথম ব্যাংক হিসাব পরির্বতন করতে হয়েছে।
- কিন্তু, সমিতিগুলো ইতোমধ্যে তাদের মূল ব্যাংক হিসাবটি রেখে অন্য সকল ব্যাংক হিসাব বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করেছে।
- অধিকাংশ ফেডারেশনকে প্রকল্পের মেয়াদের শেষ দিকে নিবন্ধিত করা হয়। নিবন্ধনের সময় ফেডারেশনগুলোকে সমিতি হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং নতুন নামে তাদের মূল ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হয়। পুরাতন ব্যাংক একাউন্টগুলো বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে নতুন ব্যাংক একাউন্টে তহবিল স্থানান্তর করতে হয়।
- নতুন স্বাক্ষরকারী নির্বাচনে বিলম্ব হওয়ায় একাউন্টগুলো বন্ধ করা যায়নি। সাইট কোঅর্ডিনেটরগণ সকল একাউন্টের বাধ্যতামূলক স্বাক্ষরকারী ছিলেন, কিন্তু প্রকল্পের মেয়াদোত্তীর্ণের পর তাঁরা ক্রমান্বয়ে তাঁদের চাকুরী ছেড়ে চলে যান। বাধ্যতামূলক স্বাক্ষরকারীর (mandatory signatory) দায়িত্ব হস্তান্তর করার জন্য আরণ্যক ফাউন্ডেশন একাধিক বিকল্প উপায় পর্যালোচনা করছে।
- প্রকল্পের শেষ বৎসরে সমিতিগুলো ক্রমান্বয়ে তাদের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্পের কর্মচারীদের উপর নির্ভশীলতা কমাতে সমিতিগুলো ২০১৭ সালে একাউন্টেন্ট নিয়োগ দেয়। প্রাথমিকভাবে, বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলে, ভাড়ায় বাসা ও হিসাবরক্ষক খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন ছিল। নিরাপত্তা জনিত কারণে এবং গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টসমূহ নিরাপদ রাখতে সেগুলো অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত PNGO -এর হেফাজতে রাখা হয়েছিল। অবশেষে নভেম্বর ২০১৭ সালে ডকুমেন্টমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। তখন হতে সমিতির নির্বাহী কমিটিগুলো তাদের একাউন্টেন্টদের সাহায্যে তাদের ক্যাশ বুক, লেজার, কালেকশন শিট ইত্যাদি সংরক্ষণ করছে।
- সমিতির কার্যাবলী পরিচালনা এবং নথিপত্র সংরক্ষণ আরও ভালোভাবে করার জন্য সমিতিগুলো তাদের স্বল্প শিক্ষিত নির্বাচিত ব্যক্তিদের স্থানে তাদের পরিবারের অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত লোকদেরকে স্থলাভিষিক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- একটিমাত্র সমিতির বিপরীতে একাধিক ব্যাংক একাউন্ট খোলা যথাযথ হয়নি এবং এটা পিআইএম-র বিধান বহির্ভুত।
- একটিমাত্র সমিতির জন্য একাধিক ব্যাংক একাউন্ট খোলা এবং একাধিক ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করা সমিতির কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াকে জটিল করেছে।
- প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও সাইট কোঅর্ডিনেটর MRSLF তহবিলের ব্যাংক একাউন্টগুলোর আবশ্যিক স্বাক্ষরদাতা হিসেবে কাজ করছেন।

৩.১৩.৫ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- একটিমাত্র MRSL তহবিলের জন্য কেবলমাত্র একটি এসটিডি ব্যাংক একাউন্ট থাকবে;
- নতুন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আবশ্যিক স্বাক্ষরদাতা হিসেবে এনজিও'র নিয়োগকৃত সাইট কো-অর্ডিনেটরকে পরিবর্তন করতে হবে;

- MRSLF তহবিল হতে ঋণ বিতরণ এবং পরিশোধের প্রতিবেদনসহ সমিতির সকল প্রকার রেকর্ডপত্র এবং হিসাবের বই বাংলায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৩.১৪ সাংগঠনিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর বননির্ভর গোষ্ঠী (এফডিজি) সদস্যগণকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ প্রত্যাশিতভাবে ফলপ্রসূ হয়নি।

৩.১৪.১ প্রকল্প দলিলে বর্ণিত শর্তানুসারে বিকল্প জীবিকায়ন কর্মসূচীর ফলাফলকে টেকসই করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বননির্ভর গোষ্ঠী (এফডিজি) এবং VCF সদস্যদের জন্য (১) সাংগঠনিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, (২) এফডিজি সদস্যদের জীবিকার উন্নয়ন এবং (৩) বন সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন- এ তিনটি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করবে। কিন্তু, পিআইএম নির্দেশিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী এফডিজি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, নোয়াখালী এবং বরিশাল অঞ্চলে নির্বাচিত এফডিজি সদস্যদের ১০০% স্বল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর মহিলা। প্রকল্পের একেবারে শুরুতে (১ম ও ২য় বছরে) ফেডারেশনের মুষ্টিমেয় কিছু নির্বাচিত সদস্যকে (নির্বাহী কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষ) (১) মৌলিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব রক্ষণ, এবং (২) MRSLF তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কিন্তু, পরবর্তীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষিত সদস্যগণ প্রশিক্ষণবিহীন সদস্যদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হন। পর্যাপ্ত সংখ্যক এফডিজি সদস্যকে যথাযথ এবং কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান না করায় অর্থ, হিসাব, ও ফান্ড ব্যবস্থাপনাসহ ফেডারেশন পরিচালনায় তাঁরা সক্ষম নয়।

৩.১৪.২ তাছাড়া, ফেডারেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ এবং ব্যাংকের সাথে লেনদেন পরিচালনার জন্য প্রত্যেক ফেডারেশনে একজন হিসাব রক্ষককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু, ফেডারেশনের সদস্যগণ হিসাবরক্ষকের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা কিভাবে নিশ্চিত করতে হবে তা জানেন না। অধিকন্তু, হিসাবরক্ষকের উপর তাঁদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অর্থাৎ প্রকল্পের সুবিধাভোগী সদস্যদের জন্য সহযোগী এনজিও কর্তৃক যেসকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিল সেগুলো সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগী সদস্যদের সক্ষমতা অর্জনে তেমন কার্যকর হয়নি।

৩.১৪.৩ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

পরবর্তীতে আয়োজিত রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে সমিতির নির্বাহী কমিটির নতুন সদস্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, সমিতির এবং গ্রাম পর্যায়ের দলগুলোর মাসিক সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়।

৩.১৪.৪ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- এফডিজি সদস্যদের জন্য সাংগঠনিক উন্নয়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী যথেষ্ট কার্যকরী ছিল না। ফলে, সাংগঠনিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগী সদস্যদের সক্ষমতা অর্জিত হয়নি।

৩.১৪.৫ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পিআইএম নির্দেশিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী মৌলিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষণ, এবং যৌথ ঘুর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল (MRSLF) ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উপর এফডিজি সদস্যের জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে এ তহবিল পরিচালনার ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং এর সর্বোত্তম সুফল লাভ করা যায়।

- আরণ্যক ফাউন্ডেশন এবং বন অধিদপ্তরের সরাসরি সম্পৃক্ততা ও ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রমের জন্য এনজিও নির্ভরশীলতা হ্রাস করা জরুরী যাতে উপকারভোগীরা নিজেরাই এ তহবিল দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয় ।

৩.১৫ বন নির্ভর গোষ্ঠীর (এফডিজি) জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা ও সুবিধাদি অপর্যাপ্ত।

৩.১৫.১ প্রকল্পের ডিপিপি ও পিআইএমের নির্দেশনা মোতাবেক আরণ্যক ফাউন্ডেশন নিয়োগকৃত সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে সুবিধাভোগী এফডিজি সদস্যদের মধ্যে তাদের বাড়ির আঙিনায় চাষাবাদের জন্য মৌসুমী ফল ও সব্জির বীজ/চারা, হাঁস-মুরগী, জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত চুলা, স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য নলকূপ ইত্যাদি বিতরণ করবে ।

৩.১৫.২ লিখিত প্রশ্নাবলী পূরণের মাধ্যমে নিরীক্ষা কর্তৃক সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বর্ণিত কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে । প্রকল্পের সময়কালে এফডিজি'র সুবিধাভোগীদের মধ্যে মৌসুমী সব্জির বীজ বিতরণ করা হয়েছে ছয় থেকে সাত বার। এছাড়াও, এফডিজি'র সুবিধাভোগীদের মধ্যে ফলের চারা, হাঁস-মুরগী এবং জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত চূলা বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক এফডিজি সদস্যকে স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য তিন থেকে পাঁচটি করে চাকতি এবং একটি করে স্ল্যাব প্রদান করা হয়। সুবিধাভোগীরা প্রদত্ত রিং ও স্ল্যাব ব্যবহার করে নিজ খরচে ল্যাট্রিন স্থাপন করে। তবে প্রায় ৩০% সুবিধাভোগী অর্থাভাবে ল্যাট্রিন স্থাপন করতে পারেননি। অপরদিকে, প্রতিটি বননির্ভর দলকে একটি করে নলকূপ সরবরাহ করা হয় যা সংশ্লিষ্ট বন নির্ভরশীল দলের বিশুদ্ধ পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না ।

৩.১৫.৩ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

অর্থ ও সময়ের সীমাবদ্ধতার জন্য স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও নলকূপ স্থাপনের জন্য পরিপূর্ণ সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। কার্যকর ব্যবহারের লক্ষ্যে জনগণের মালিকানা ও আগ্রহ সৃষ্টির নিমিত্ত ল্যাট্রিনের দেয়াল নির্মাণে তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে, প্রকল্প স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠির সামগ্রিক স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উন্নয়নের চেষ্টা করে।

৩.১৫.৪ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

প্রকল্প কর্তৃক এফডিজি সদস্যদেরকে বিভিন্ন ধরণের বিকল্প জীবিকায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে । তবে, তাদের জীবনমান উন্নয়নে প্রদত্ত সহায়তা এবং সুবিধা তাদের আর্থিক সামর্থ ও প্রয়োজনের নিরিখে অপর্যাপ্ত হওয়ায় এ কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ সুফল অর্জিত হয়নি।

৩.১৫.৫ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

বননির্ভর গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত যৌথ ঘুর্ণায়মান সঞ্চয় ও ঋণ তহবিল হতে কিংবা আরণ্যক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বননির্ভর জনগণের জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন যাতে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ক্ষমতা অর্জন করতে পারে ।

নিরীক্ষা ক্ষেত্র (Issue Area) ৪ঃ বনজ সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য বন অধিদপ্তরের সক্ষমতার টেকসই উন্নয়ন ।

৩.১৬ বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মিত ক্যাম্প অফিসসমূহ পূর্ণ সুফলদানে ব্যর্থ হয়েছে।

৩.১৬.১ প্রকল্পের অর্থায়নে বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে মোট ৭৬টি ক্যাম্প অফিস নির্মাণ করা হয়। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা প্রবণ এলাকায় ক্যাম্প অফিসসমূহকে 'ক্ষুদ্রাকার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র' হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। ক্যাম্প অফিসগুলোর নির্মাণে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ধারিত মানদন্ড অনুসরণ করা হয়েছে। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠিকাদারের গাফিলতি এবং নির্মান ত্রুটির কারণে নির্মিত ক্যাম্প অফিসসমূহ অভিষ্ট অর্জনে শতভাগ সাফল্য প্রদান করতে পারেনি। যেমন, চুক্তিতে থাকা সত্ত্বেও ঠিকাদার কর্তৃক 'সৌর বিদ্যুৎ চালিত পানির পাম্প' সরবরাহ না করায় রাঙাবালি উপজেলার বাহেরচর ক্যাম্প অফিসে পানি সরবরাহ নেই। আবার, চরমন্তাজসহ আরও কিছু ই-শ্রেণির ক্যাম্প অফিস সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা গিয়েছে যে, বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি সহজেই ভবনের উপরের তলার কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে। এতে কক্ষে রক্ষিত আসবাবপত্র নষ্ট হচ্ছে এবং কক্ষ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

৩.১৬.২ এছাড়া, বিভিন্ন ক্যাম্প অফিস সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সরবরাহকৃত প্রচুর আসবাবপত্র বাক্সবন্দী এবং অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী এসকল আসবাবপত্রের অধিকাংশই সংযোজন না করে ক্যাম্প অফিসে রেখে চলে গেছে। অন্যান্য আসবাবপত্রের সাথে সরবরাহকৃত স্টীলের সিন্দুকের ডিজিটাল লক সিস্টেমের জটিলতা, এর ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং লক নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে প্রায় ৯০% অফিসের স্টীলের সিন্দুক অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। .

৩.১৬.৩ **নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাবঃ**

বিভিন্ন ক্যাম্প অফিসে সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী আসবাবপত্রসমূহ যথাযথভাবে সংযোজন না করেই বাক্সবন্দী অবস্থায় ফেলে রেখে গেছে। আর লক সিস্টেম খুব বেশী জটিল হওয়ার কারণে সরবরাহকৃত ভল্টসমূহ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না।

৩.১৬.৪ **নিরীক্ষার মন্তব্যঃ**

প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত ভবনসমূহ এবং ক্রয়কৃত আসবাবপত্রসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই মান সম্পন্ন না হওয়ায়, এর ব্যবহার না হওয়ায় এবং সরবরাহকারীর নিকট হতে ত্রুটিপূর্ণ আসবাবপত্রের পরিবর্তন ও পূনঃস্থাপন নিশ্চিত না করায় বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়নি ।

৩.১৬.৫ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

ভবন ও আসবাবপত্রসমূহের ত্রুটি সংশোধনপূর্বক এগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

৩.১৬.৬ দূর অনুধাবন এবং ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থাপনা (জিআইএস) পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে বন অধিদপ্তরের 'রিসোর্স ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।

৩.১৬.৭ প্রকল্পের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বনজ সম্পদের নজরদারি ও মূল্যায়নে বন অধিদপ্তরের 'রিসোর্স ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (রিমস) ' এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তা জিআইএস ভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র হিসেবে দীর্ঘমেয়াদে পরিচালিত হতে পারে । এ উদ্দেশ্যে তিন ধরণের কার্যক্রম নির্দিষ্ট করা হয়ঃ (১) রিমস এর জন্য সার্বক্ষণিক জিআইএস বিশেষজ্ঞ নিয়োগ; (২) জিও-রেফারেন্সসহ মনিটরিং ম্যাপ তৈরির সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়ার সংস্থাপন; এবং (৩) পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে একটি ওয়েবভিত্তিক, মজবুত এবং রিয়েলটাইম ভিত্তিক অনলাইন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা সকল বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত ডাটাসেটকে তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ করবে ।

৩.১৬.৮ নিরীক্ষায় দেখা যায়, রিমস-এর সামর্থ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৩ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৫টি ল্যাপটপ, ৪টি স্ক্যানার, ৩টি প্রিন্টার, একটি ওয়াইড ফরমেট প্রিন্টার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় । এছাড়াও, প্রকল্প থেকে রিমস -কে ভূ-স্থানিক সফ্টওয়ার যেমন- ArcGIS, ERDAS Imagine, ENVI এবং e-Cognition ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে । তবে মাত্র ২ জন রিমোট সেন্সিং অফিসার, ১ জন জিআইএস অফিসার ও একজন সাপোর্ট স্টাফ দ্বারা রিমস-এর পক্ষে কোনভাবেই এর লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয় । অধিকন্তু, নিম্নলিখিত কারণে রিমস পূর্ণ সক্ষমতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে:

- রিমস -এর জন্য সার্বক্ষণিক জিআইএস ও এমআইএস বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়নি;
- সকল বিভাগীয় কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত ওয়েব ভিত্তিক অনলাইন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়নি;
- রিমস এ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস স্টোরেজ (NAS) স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু NAS-এর সাথে কোন সার্ভার সংযুক্ত করা হয়নি ।
- রিমস-এর নিরাপত্তার জন্য কোন এ্যাক্সেস কন্ট্রোল ও নজরদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়নি । তাছাড়া, রিমস-এর জন্য কোন 'দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা' এবং 'বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান' নেই ।

৩.১৬.৯ উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার কারণে রিমস সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে বনায়নকৃত ও পুনঃবনায়নকৃত এলাকার প্ল্যান্টেশনের পূর্বের ও পরের প্রতিচ্ছবি ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করাসহ বনজ সম্পদের মূল্যায়ন ও বন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তরকে পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক তথ্য প্রদান করতে অক্ষম ।

৩.১৬.১০ নিরীক্ষাধীন কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

রিমস এর জন্য কোন সার্বক্ষণিক জিআইএস ও এমআইএস বিশেষজ্ঞ নেই। বন অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় কার্যালয়কে সংযুক্ত করে ওয়েব ভিত্তিক অনলাইন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এখনও স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু, সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও রিমস বন অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রতিবেদন ও মানচিত্র সরবরাহ করতে সক্ষম।

৩.১৬.১১ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

রিমস ব্যবহার করে বর্তমানে কায়িকভাবে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মানচিত্র ও প্রতিবেদন প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু সকল বিভাগীয় কার্যালয়কে সংযুক্ত করে ওয়েব-ভিত্তিক অনলাইন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এবং সার্বক্ষণিক জিআইএস ও এমআইএস বিশেষজ্ঞের অভাবে রিমস রিয়েল-টাইম ও নির্ভরযোগ্য ডেটাসেট, প্রতিবেদন ও মানচিত্র সরবরাহ করতে সক্ষম নয়।

৩.১৬.১২ নিরীক্ষার সুপারিশঃ

সকল বিভাগীয় কার্যালয়কে সংযুক্ত করে ওয়েব-ভিত্তিক অনলাইন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এবং সার্বক্ষণিক জিআইএস ও এমআইএস বিশেষজ্ঞ নিয়োগের মাধ্যমে রিমসকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষা ক্ষেত্র (Issue Area)৫ঃ জলবায়ু সংবেদনশীল প্রকল্প নকশা প্রণয়ন

৩.১৭ প্রকল্প নকশা জলবায়ু সংবেদনশীল হলেও এর বাস্তবায়নে কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

৩.১৭.১ 'ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরি এফরেস্টেশন এন্ড রিফরেস্টেশন প্রজেক্ট' টি বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রিজিলিয়েন্ট ফান্ড (বিসিসিআরএফ) হতে অর্থায়িত একটি প্রকল্প হওয়ায় এর উদ্দেশ্যসমূহ জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলার উপযোগি এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) এর 'থিম্যাটিক এরিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে, প্রকল্প নকশায় বিসিসিএসএপি-এর 'থিম্যাটিক এরিয়া' সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত যাতে এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহে জলবায়ু সংবেদনশীলতার বিষয়টি সুস্পষ্ট করা যায়। প্রকল্প নকশায় বিসিসিএসএপি-র 'থিম্যাটিক এরিয়া' সুনির্দিষ্ট করা না হলেও এর উদ্দেশ্যসমূহ বিসিসিএসএপি-র থিম্যাটিক এরিয়া ৫ অর্থাৎ জলবায়ুর অভিঘাত প্রশমন ও নিম্ন কার্বন নিঃসরণ এর আওতাভূক্ত। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ছিল বনায়ন ও পুনঃবনায়ন, বন সম্প্রসারণ যা জলবায়ুর অভিঘাত প্রশমন ও নিম্ন কার্বন নিঃসরণ সংক্রান্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কতটুকু হ্রাস পেয়েছে কিংবা কতটুকু প্রশমন হয়েছে তা পরিমাপের কোন নির্ণায়ক প্রকল্প নকশায় না থাকায় এক্ষেত্রে প্রকল্পের সাফল্য কতটুকু তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

৩.১৭.২ এছাড়া, জলবায়ু সহিষ্ণু প্রজাতির দ্বারা বনায়ন ও পুনঃ বনায়নের কথা প্রকল্প দলিলে উল্লেখ করা হলেও কোন কোন প্রজাতির উদ্ভিদ জলবায়ু সহিষ্ণু তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রকল্প নকশায় উল্লেখ না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এর যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি।

৩.১৭.৩ নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ছিল বনায়ন ও পুনঃবনায়ন, বন সম্প্রসারণ যা জলবায়ুর অভিঘাত প্রশমন ও নিম্ন কার্বন নিঃসরণ সংক্রান্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কতটুকু হ্রাস পেয়েছে কিংবা কতটুকু প্রশমন হয়েছে তা পরিমাপের কোন নির্ণায়ক প্রকল্প নকশায় না থাকায় এক্ষেত্রে প্রকল্পের সাফল্য কতটুকু তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

৩.১৭.৪ **নিরীক্ষার সুপারিশঃ** প্রকল্প নকশায় বিসিসিএসএপি-এর 'থিম্যাটিক এরিয়া' সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত যাতে এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহে জলবায়ু সংবেদনশীলতার বিষয়টি সুস্পষ্ট করা যায়।

৪. উপসংহার

- আমাদের সামগ্রিক উপসংহার হচ্ছে প্রকল্প এলাকায় বনায়ন ও পুনঃ বনায়নের মাধ্যমে বনের আওতা বা পরিধি বৃদ্ধিতে সিআরপিএআর প্রকল্প যথেষ্ট সফল হয়েছে। এ বর্ধিত বন কার্বন সিঙ্ক হিসেবে কাজ করবে এবং এর মাধ্যমে জলবায়ু অভিঘাত প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তবে বায়োফিজিক্যাল ফিচার বিবেচনায় নিয়ে বনায়নের স্থান, ধরন এবং উদ্ভিদের প্রজাতি নির্ধারণ না করার কারণে অনেক স্থানে সৃজিত বন স্থায়ী হয়নি। তাছাড়া, অনেক স্থানে সৃজিত বনভূমি সরকারি অন্য দপ্তরকে প্রদান করায় এসকল বন কর্তিত হবার কারণে স্বল্প মেয়াদে ধ্বংস হয়েছে। ফলে বনায়নের দ্বারা দীর্ঘ মেয়াদী এবং টেকসই জলবায়ু অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজন অর্জনের যে লক্ষ্য প্রকল্পে স্থির করা হয়েছিল তা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে।

- নির্বাচিত বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকায়নে প্রকল্প কিছুটা ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে, বিকল্প জীবিকায়নে প্রকল্পের কার্যক্রম ও এর ইতিবাচক প্রভাবের স্থায়িত্ব সন্দেহাতীত নয়। কারণ বন নির্ভরশীল গ্রুপ এবং তাদের জন্য সৃষ্ট ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলসমূহকে মনিটরিং এবং সুপারভিশনের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। যে সকল উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে তাদের অনেকেই বনের উপর সরাসরি নির্ভরশীল নয়।

- বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটাতে বন অধিদপ্তরকে 'রিয়েল-টাইম' ও নির্ভরযোগ্য ডেটাসেটসহ প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন ও মানচিত্র প্রদানের জন্য রিমস-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কিছু অগ্রগতি হলেও তা অপর্যাপ্ত এবং এর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ফল লাভ সম্ভব নয়।

২৩/মাঘ/১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
তারিখ------------------
০৬/০২/২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক

পরিশিষ্ট

ANNEXURE- ‘A’

Table: Statement on the Plantation Sites Damaged /Destroyed for Various Reasons

Sl. No.	Name of Forest Division	Range	Beat/ Location of Plantation	Type of Plantation	Area/ Quantity Hectare/ skm	Cost of Plantation (BDT in lakh)	% of Damage	Loss due to damage (BDT in lakh)	Causes of Damage/Destruction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	Chittagong Coastal Forest Division	Mirsarai	Bamansundar	Mangrove	165 ha	56.86	100%	56.86	Establishment of Mirsarai Economic Zone by BEZA
02.		Do	Do	Mound	03 ha	4.75	100%	4.75	
03.		Do	Do	Golpata	03 skm	1.37	100%	1.37	
04.		Do	Do	Enrichment	10 ha	5.99	100%	5.99	
05.		Do	Domkhali	Strip	08 skm	13.17	100%	13.17	
06.		Gorokghata	Sonadia	Mangrove	35 ha	12.53	100%	12.53	Development works by BEZA
07.		Do	Do	Jhaw	88 ha	53.21	100%	53.21	
08.	Cox’s Bazar South Forest Division		Thainkhali	Buffer Zone	70 ha	50.03	100%	50.03	Settlement of Rohingya Refugee Camps
09.			Do	Core Zone	40 ha	19.90	100%	19.90	
10.			Balukhali	Buffer Zone	30 ha	19.48	100%	19.48	
11.	Noakhali Coastal Forest Division	Different Beats under different Ranges		Mangrove	2200 ha	275.99	>78%	216.19	Natural disasters (tidal waves, landslides, ‘Roanu’ etc)
12.		Nalchira	Char-Tomaruddi	Non-mangrove Buffer	40 ha	18.84	100%	18.84	Due to wrong selection of plantation sites violating ‘Biophysical Features’.
13		Do	Oskhali	Mound	10 ha	13.26	100%	13.26	
14.		Jahazmara	Nijhum Dwip	Non-Mangrove Buffer	8 ha	3.77	100%	3.77	
						Total Financial Loss		**489.35**	

ANNEXURE- ‘B’

Statistics: Income Generating Professions of Beneficiaries of ALSFDCs

Number of Participants Interviewed		Agriculture		Fishing		Small Business		Poultry Raising/ Livestock Rearing		Day Labourer		Housewives		Depending on Forest for HH Income		Others/ Miscellaneous Profession		Collecting Forest Products		Depending on Forest only for Firewood		100% Dependency on Forest	
		Past	Present	Past	Present	Past	Present	Past	Present	Past	Present	Past	Present	Past	Present	Past	Present	Past	Present	Past	Present	Past	Present
Number	275	72	72	3	3	25	25	5	5	31	31	130	130	41	27	6	6	154	115	113	88	8	0
%	100%	26%	26%	-	-	9%	9%	1.5%	1.5%	11%	11%	47%	47%	15%	10%	2%	2%	56%	42%	41%	32%	3%	0%

Statistics: Land Property, Monthly HH Income and involvement in AIGAs & SF of Beneficiaries of ALSFDCs

Number of Participants Interviewed		Owning Land 0 - 25 decimal		Owning Land 26 - 50 decimal		Owning Land >51 decimal		HH Income /Month < BDT 6000		HH Income /Month BDT 6000-12000		HH Income /Month >BDT 12000		Receiving Loan from MRSLF		Being Involved in AIGAs		Participants of SF (BFD)	
		Past	Present	Past	Present	Past	Present	Past	Present	Past	Present	Past	Present	Past	Present	Past	Present	YPSA	Uttaran
Number	275	215		33		28		151	102	107	138	14	36		250		250	38	16
%	100%	78%		12%		10%		55%	37%	39%	50%	5%	13%		91%		91%	14%	6%

ANNEXURE-'C'

Sub-Grants for the MRSLFs and Irregular Withdrawal from MRSLF by AF & PNGOs:

Sl. No.	Union Federation	Site Office	Date	Cheque No.	Total Grant BDT	Amount withdrawn by NGO	Balance of the MRSLF	Name of NGO	Date of withdrawal
1	Shikarpur Arannayk Mohila Samabay Samity Limited	Barisal	05/03/2015	0996674	669,600				
			25/05/2015	1147254	669,600				
			01/10/2015	1414003	334,800				
			12/03/2017	1835113	2,262,600				
				Sub-total	**3,936,600**	2,262,600	1,674,000	Uttaran	Feb-17
2	Bamrail Arannayk Mohila Samabay Samity Limited	Barisal	05/03/2015	0996675	223,200				
			25/05/2015	1147255	223,200				
			01/10/2015	1414004	111,600				
			26/01/2017	1835087	754,200				
				Sub-total	**1,312,200**	701,000	611,200	Uttaran	Feb-17
3	Arannayk Padrishibpur Krishi Utpadan O Bon Songrokkhon Samabay Samity Limited	Barisal	05/03/2015	0996676	446,400				
			25/05/2015	1147256	446,400				
			01/10/2015	1414005	223,200				
			26/01/2017	1835088	1,508,400				
			26/01/2017	1835089	759,000				
				Sub-total	**3,383,400**	1,694,000	1,689,400	Uttaran	Feb-17
4	Arannayk Varpasa Krishi Utpadan O Bon Songrokkhon Samabay Samity Limited	Barisal	05/03/2015	0996677	334,800				
			25/05/2015	1147257	334,800				
			01/10/2015	1414006	167,400				
			26/01/2017	1835090	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	Uttaran	26.04.2017
5	Arannayk Sreepur Krishi Utpadan O Bon SongroKkhon Samabay Samity	Barisal	05/03/2015	0996678	334,800				
			25/05/2015	1147258	334,800				

	Limited		01/10/2015	1414007	167,400				
			26/01/2017	1835091	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	Uttaran	26.04.2017
6	Arannayk Charmontaz Bon Songrokkhon Samabay Samity Limited	Patuakhali	05/03/2015	0996679	334,800				
			25/05/2015	1147259	334,800				
			30/06/2015	1147309	200,000				
			01/10/2015	1414008	167,400				
			12/03/2017	1835114	1,131,300				
				Sub-total	**2,168,300**	701,000	1,467,300	Uttaran	Mar-17
7	Arannayk Choto Bieshdia Bon Songrokkhon Samabay Samity Limited	Patuakhali	05/03/2015	0996680	334,800				
			25/05/2015	1147260	334,800				
			01/10/2015	1414009	167,400				
			12/03/2017	1835115	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	Uttaran	26.04.2017
8	Arannayk Ratandi Taltoli Bon Songrokkhon Samabay Samity Limited	Patuakhali	05/03/2015	0996696	334,800				
			25/05/2015	1147261	334,800				
			01/10/2015	1414010	167,400				
			26/04/2017	1835145	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	Uttaran	26.04.2017
Sl. No.	**Union Federation**	**Site Office**	**Date**	**Cheque No.**	**Total Grant BDT**	**Amount withdrawn by NGO**	Balance of the MRSLF	Name of NGO	Date of withdrawal
9	Arannayk Dhulashar Bon Songrokkhon Samabay Samity Limited	Patuakhali	05/03/2015	0996682	334,800				
			25/05/2015	1147262	334,800				
			30/06/2015	1147310	200,000				
			01/10/2015	1414011	167,400				
			26/01/2017	1835094	759,000				
			26/01/2017	1835107	1,131,300				
				Sub-total	**2,927,300**	1,460,000	1,467,300	Uttaran	26.01.2017

10	Nishanbaria Sarbik Gram Unnayan Bonayan Samabay Samity Limited	Patuakhali	05/03/2015	0996683	334,800				
			25/05/2015	1147263	334,800				
			01/10/2015	1414012	167,400				
			26/01/2017	1835095	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	Uttaran	26.04.2017
11	Patharghata Sarbik Gram Unnayan Bonayan Samabay Samity Limited	Patuakhali	05/03/2015	0996684	334,800				
			25/05/2015	1147264	334,800				
			30/06/2015	1147311	400,000				
			01/10/2015	1414013	167,400				
			26/01/2017	1835110	1,131,300				
				Sub-total	**2,368,300**	935,000	1,433,300	Uttaran	Feb-17
12	Arannayk Burirchar Bon Songrokkhon Mohila Samabay Samity Limited	Noakhali	05/03/2015	0996685	669,600				
			25/05/2015	1147265	669,600				
			01/10/2015	1414014	334,800				
			26/01/2017	1835096	2,262,600				
				Sub-total	**3,936,600**	1,470,000	2,466,600	Uttaran	02.07.2017
13	Arannok Char Iswar Bon Songrakkhan Mohila Somobay Somitee Limited	Noakhali	05/03/2015	0996686	558,000				
			25/05/2015	1147266	558,000				
			01/10/2015	1414015	279,000				
			12/03/2017	1835116	1,885,500				
				Sub-total	**3,280,500**	1,225,000	2,055,500	Uttaran	Feb-17
14	Aronnok Chanandi Bon Shongrokkhon Mohila Shamobay Shamity Limited	Noakhali	05/03/2015	0996687	334,800				
			25/05/2015	1147267	334,800				
			01/10/2015	1414016	167,400				
			26/04/2017	1835146	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	Uttaran	26.04.2017
15	Aronnok Charbata Bon Shongrokkhon Mohila Shamobay Shamity Limited	Noakhali	05/03/2015	0996688	223,200				
			25/05/2015	1147268	223,200				

			01/10/2015	1414017	111,600				
			26/01/2017	1835097	754,200				
				Sub-total	**1,312,200**	701,000	611,200	Uttaran	26.04.2017
16	Arannayk Char Lawrence Bon Songrokkhon Mohila Samabay Samity Limited	Noakhali	05/03/2015	0996689	334,800				
			25/05/2015	1147269	334,800				
			01/10/2015	1414018	167,400				
			26/01/2017	1835098	1,131,300				
			26/01/2017	1835099	759,000				
				Sub-total	**2,727,300**	1,460,000	1,267,300	Uttaran	26.04.2017
Sl. No.	**Union Federation**	**Site Office**	**Date**	**Cheque No.**	**Total Grant BDT**	**Amount withdrawn by NGO**	Balance of the MRSLF	Name of NGO	Date of withdrawal
17	Aronnok Musapur Ban Shongrokhon Mohila Shomobay Somittee Limited	Noakhali	05/03/2015	0996690	446,400				
			25/05/2015	1147270	446,400				
			30/06/2015	1147312	200,000				
			01/10/2015	1414019	223,200				
			26/01/2017	1835100	1,508,400				
				Sub-total	**2,824,400**	935,000	1,889,400	Uttaran	26.04.2017
18	Arannayk Char Chandia Sarbik Gram Unnion Somabai Samiti Limited	Noakhali	05/03/2015	0996691	334,800				
			25/05/2015	1147271	334,800				
			01/10/2015	1414020	167,400				
			26/01/2017	1835101	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	Uttaran	26.04.2017
19	Arannayk Kukri Mukri Krishi Ponno Utpadan O Bon Songrokkhon Samabay Samity Limited	Bhola	05/03/2015	0996692	334,800				
			25/05/2015	1147272	334,800				
			01/10/2015	1414021	167,400				
			26/01/2017	1835102	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	Uttaran	26.04.2017
20	Arannayk Manika Krishi Ponno	Bhola	05/03/2015	0996693	334,800				

	Utpadan O Bon Songrokkhon Samabay Samity Limited		25/05/2015	1147273	334,800				
			01/10/2015	1414022	167,400				
			26/01/2017	1835103	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	Uttaran	13.02.2017
21	Arannayk Lord Hardinj Krishi Ponno Utpadan O Bon Songrokkhon Samabay Samity Limited	Bhola	05/03/2015	0996694	334,800				
			25/05/2015	1147274	334,800				
			01/10/2015	1414023	167,400				
			26/01/2017	1835104	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	Uttaran	26.04.2017
22	Arannayk Chandpur Krishi Ponno Utpadan O Bon Songrokkhon Samabay Samity Limited	Bhola	05/03/2015	0996695	1,004,400				
			25/05/2015	1147275	1,004,400				
			01/10/2015	1414024	502,200				
			12/03/2017	1835128	3,000,000				
			12/03/2017	1835129	16,243				
			26/04/2017	1835147	374,120				
				Sub-total	**5,901,363**	2,375,000	3,526,363	Uttaran	26.04.2017
23	Arannayk Islampur Sarbik Unnayan Sambay Samity Limited	Coxs Bazar	11/03/2015	0996697	334,800				
			25/05/2015	1147276	334,800				
			01/10/2015	1414025	167,400				
			09/12/2015	1414086	200,000				
			24/12/2016	1835064	759,000				
			12/03/2017	1835118	1,131,300				
				Sub-total	**2,927,300**	1,460,000	1,467,300	YPSA	
24	Arannayk Eidgaon Sarbik Unnayan Samabay Samity Limited	Coxs Bazar	11/03/2015	0996698	446,400				
			25/05/2015	1147277	446,400				
			01/10/2015	1414026	223,200				
			24/12/2016	1835065	1,508,400				
				Sub-total	**2,624,400**	935,000	1,689,400	YPSA	30.03.2017

Sl. No.	Union Federation	Site Office	Date	Cheque No.	Total Grant BDT	Amount withdrawn by AF & NGO	Balance of the MRSLF	Name of NGO	Date of withdrawal
25	Arannayk Rashid Nagar Sarbik Unnayan Samabay Samity Limited	Coxs Bazar	11/03/2015	0996699	334,800				
			25/05/2015	1147278	334,800				
			01/10/2015	1414027	167,400				
			24/12/2016	1835066	200,000				
			12/03/2017	1835119	1,131,300				
				Sub-total	**2,168,300**	701,000	1,467,300	YPSA	30.03.2017
26	Arannayk Joarianala Sarbik Unnayan Samabay Samity Limited	Coxs Bazar	11/03/2015	0996700	334,800				
			25/05/2015	1147279	334,800				
			01/10/2015	1414028	167,400				
			12/03/2017	1835120	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	YPSA	26.04.2017
27	Arannayk Surajpur-Manikpur Sarbik Unnayan Samabay Samity Limited	Coxs Bazar	11/03/2015	1147201	334,800				
			25/05/2015	1147280	334,800				
			01/10/2015	1414029	167,400				
			09/12/2015	1414087	200,000				
			12/03/2017	1835121	1,131,300				
				Sub-total	**2,168,300**	701,000	1,467,300	YPSA	30.03.2017
28	Arannayk Saplapur Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Coxs Bazar	11/03/2015	1147202	334,800				
			25/05/2015	1147281	334,800				
			01/10/2015	1414030	167,400				
			09/12/2015	1414088	200,000				
			12/03/2017	1835122	1,131,300				
				Sub-total	**2,168,300**	701,000	1,467,300	YPSA	29.03.2017
29	Arannayk Hoyanak Sarbik Unnayan Samabay Samity Limited	Coxs Bazar	11/03/2015	1147203	334,800				
			25/05/2015	1147282	334,800				
			01/10/2015	1414031	167,400				

			24/12/2016	1835067	1,131,300				
			24/12/2016	1835068	200,000				
				Sub-total	**2,168,300**	701,000	1,467,300	YPSA	30.03.2017
30	Arannayk Dakhin Mithachari Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Ukhia	11/03/2015	1147204	446,400				
			25/05/2015	1147283	446,400				
			01/10/2015	1414032	223,200				
			09/12/2015	1414089	200,000				
			26/01/2017	1835111	1,131,300				
			12/03/2017	1835123	377,100				
				Sub-total	**2,824,400**	935,000	1,889,400	YPSA	29.03.2017
31	Arannayk Koccopia Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Ukhia	11/03/2015	1147205	334,800				
			25/05/2015	1147284	334,800				
			01/10/2015	1414033	167,400				
			09/12/2015	1414090	200,000				
			12/03/2017	1835124	1,131,300				
				Sub-total	**2,168,300**	701,000	1,467,300	YPSA	29.03.2017

Sl. No.	Union Federation	Site Office	Date	Cheque No.	Total Grant BDT	Amount withdrawn by AF & NGO	Balance of the MRSLF	Name of NGO	Date of withdrawal
32	Arannayk Khuniyapalong Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Ukhia	11/03/2015	1147206	669,600				
			25/05/2015	1147285	669,600				
			01/10/2015	1414034	334,800				
			09/12/2015	1414091	200,000				
			24/12/2016	1835069	759,000				
			12/03/2017	1835125	2,262,600				
				Sub-total	**4,895,600**	2,229,000	2,666,600	YPSA	Jan-Mar-17
33	Arannayk Whykheong Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Ukhia	11/03/2015	1147207	334,800				
			25/05/2015	1147286	334,800				
			01/10/2015	1414035	167,400				
			09/12/2015	1414092	200,000				
			24/12/2016	1835070	1,131,300				
				Sub-total	**2,168,300**	701,000	1,467,300	YPSA	02.05.2017
34	Arannayk Holudiyapalong Sarbik Unnayan Samabay Samity Limited	Ukhia	11/03/2015	1147208	334,800				
			25/05/2015	1147287	334,800				
			01/10/2015	1414036	167,400				
			12/03/2017	1835126	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	YPSA	29.03.2017
35	Arannayk Rajarkul Sarbik Unnayan Samabay Samity Limited	Ukhia	11/03/2015	1147209	334,800				
			25/05/2015	1147288	334,800				
			01/10/2015	1414037	167,400				
			09/12/2015	1414093	200,000				
			24/12/2016	1835071	1,131,300				
				Sub-total	**2,168,300**	701,000	1,467,300	YPSA	30.03.2017
36	Arannayk Mirjapur Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Chittagong	11/03/2015	1147210	334,800				
			30/06/2015	1147306	334,800				
			01/10/2015	1414038	167,400				

			26/04/2017	1835148	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	YPSA	23.05.2017
37	Bajalia Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Chittagong	11/03/2015	1147211	334,800				
			25/05/2015	1147289	334,800				
			01/10/2015	1414039	167,400				
			26/04/2017	1835149	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	YPSA	26.04.2017
38	Arannayk Porangor Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Chittagong	11/03/2015	1147212	334,800				
			30/06/2015	1147307	334,800				
			01/10/2015	1414040	167,400				
			24/12/2016	1835072	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	YPSA	26.04.2017
39	Arannayk Podoa Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Chittagong	11/03/2015	1147213	1,116,000				
			25/05/2015	1147290	1,116,000				
			01/10/2015	1414041	558,000				
			13/04/2017	1835131	3,000,000				
			13/04/2017	1835132	555,700				
			26/04/2017	1835150	215,300				
				Sub-total	**6,561,000**	2,639,000	3,922,000	YPSA	15.03.2017
Sl. No.	**Union Federation**	**Site Office**	**Date**	**Cheque No.**	**Total Grant BDT**	**Amount withdrawn by AF & NGO**	**Balance of the MRSLF**	**Name of NGO**	**Date of withdrawal**
40	Arannayk Sarofvata Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Chittagong	11/03/2015	1147214	334,800				
			25/05/2015	1147291	334,800				
			01/10/2015	1414042	167,400				
			13/04/2017	1835133	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	YPSA	04.05.2017
41	Arannayk Moghadia Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Fatickchari	11/03/2015	1147215	334,800				
			25/05/2015	1147292	334,800				

			01/10/2015	1414043	167,400				
			13/04/2017	1835134	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	YPSA	26.04.2017
42	Arannayk Echakhali Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Fatickchari	11/03/2015	1147216	334,800				
			25/05/2015	1147293	334,800				
			01/10/2015	1414044	167,400				
			09/12/2015	1414094	200,000				
			13/04/2017	1835135	1,131,300				
				Sub-total	**2,168,300**	701,000	1,467,300	YPSA	30.03.2017
43	Arannayk Korerhat Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Fatickchari	11/03/2015	1147217	669,600				
			25/05/2015	1147294	669,600				
			01/10/2015	1414045	334,800				
			09/12/2015	1414095	200,000				
			13/04/2017	1835136	2,262,600				
				Sub-total	**4,136,600**	1,470,000	2,666,600	YPSA	27.04.2017
44	Arannayk Narayonhat Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Fatickchari	11/03/2015	1147218	781,200				
			25/05/2015	1147295	781,200				
			01/10/2015	1414046	390,600				
			24/12/2016	1835079	1,202,538				
			26/01/2017	1835106	1,422,905				
			12/03/2017	1835127	14,257				
				Sub-total	**4,592,700**	1,715,000	2,877,700	YPSA	30.03.2017
45	Arannayk Harualchari Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Fatickchari	11/03/2015	1147219	334,800				
			25/05/2015	1147296	334,800				
			01/10/2015	1414047	167,400				
			13/04/2017	1835137	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	YPSA	26.04.2017
46	Arannayk Datmara Sarbik Gram	Fatickchari	11/03/2015	1147220	446,400				

	Unnayan Samabay Samity Limited		25/05/2015	1147297	446,400				
			01/10/2015	1414048	223,200				
			24/12/2016	1835074	1,508,400				
				Sub-total	**2,624,400**	935,000	1,689,400	YPSA	30.03.2017
47	Arannayk Salimpur Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Chittagong	11/03/2015	1147221	334,800				
			25/05/2015	1147298	334,800				
			01/10/2015	1414049	167,400				
			24/12/2016	1835075	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	YPSA	26.04.2017
Sl. No.	**Union Federation**	**Site Office**	**Date**	**Cheque No.**	**Total Grant BDT**	**Amount withdrawn by AF & NGO**	**Balance of the MRSLF**	**Name of NGO**	**Date of withdrawal**
48	Arannayk Mogdhara Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Chittagong	11/03/2015	1147222	334,800				
			25/05/2015	1147299	334,800				
			01/10/2015	1414050	167,400				
			13/04/2017	1835138	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	YPSA	26.04.2017
49	Arannayk Barbakia Sarbik Unnayan Smabay Samity Limited	Banshkhali	11/03/2015	1147223	334,800				
			25/05/2015	1147300	334,800				
			01/10/2015	1414051	167,400				
			09/12/2015	1414096	200,000				
			13/04/2017	1835139	1,131,300				
				Sub-total	**2,168,300**	701,000	1,467,300	YPSA	26.04.2017
50	Arannayk Taitong Sarbik Unnayan Samabay Samity Limited	Banshkhali	11/03/2015	1147224	334,800				
			30/06/2015	1147308	334,800				
			01/10/2015	1414052	167,400				
			09/12/2015	1414097	200,000				
			24/12/2016	1835076	1,131,300				
				Sub-total	**2,168,300**	701,000	1,467,300	YPSA	26.04.2017

51	Arannayk Baharchora Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Banshkhali	11/03/2015	1147226	334,800				
			25/05/2015	1147301	334,800				
			01/10/2015	1414053	167,400				
			13/04/2017	1835143	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	YPSA	26.04.2017
52	Arannayk Aocia Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Banshkhali	11/03/2015	1147227	334,800				
			25/05/2015	1147302	334,800				
			01/10/2015	1414054	167,400				
			09/12/2015	1414098	200,000				
			24/12/2016	1835077	1,131,300				
				Sub-total	**2,168,300**	701,000	1,467,300	YPSA	26.03.2017
53	Arannayk Madarsha Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Banshkhali	11/03/2015	1147228	334,800				
			25/05/2015	1147303	334,800				
			01/10/2015	1414055	167,400				
			24/04/2017	1835141	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	YPSA	03.05.2017
54	Arannayk Chunati Sarbik Gram Unnayan Samabay Samity Limited	Banshkhali	11/03/2015	1147229	334,800				
			25/05/2015	1147304	334,800				
			01/10/2015	1414056	167,400				
			13/04/2017	1835142	1,131,300				
				Sub-total	**1,968,300**	701,000	1,267,300	YPSA	26.04.2017
55	Arannayk Harbang Sarbik Unnayan Samabay Samity Limited	Banshkhali	11/03/2015	1147230	446,400				
			25/05/2015	1147305	446,400				
			01/10/2015	1414057	223,200				
			09/12/2015	1414099	200,000				
			24/12/2016	1835078	1,508,400				
				Sub-total	**2,824,400**	935,000	1,889,400	YPSA	05.04.2017
Grand Total					**139,211,463**	53,006,600	86,204,863		

শব্দকোষ

Akashmoni	**:**	Acacia auriculiformis
Amoloki (Amloki)	**:**	Phyllanthus emblica
Arjun	**:**	Terminalia arjuna
Bayen (Baen)	**:**	Avicennia officinalis
Bio-physical Features	:	a) A newly accreted site may be afforested only when it exhibits the following: • The site is not a shifting sand and dune, • The site should have a clayey layer on top (except for Jhaw plantation) which is thick enough to withstand the regression of wave action. The clay layer is at least 6 inches or more in thickness, and • At least some Dhanshi seedlings have started to show-up naturally. b) Enrichment planting involving saplings under the old Keora plantation may be carried out in sites where • Soil has become reasonably compact, • Accenthus (Hargoza Kata) has been naturally established, • Cynometra ramiflora (Shingra) and /or Dalburgia spinosa (Chullia kata) have started growing at least sporadically, • A few Gewa saplings can be spotted, and • Top dying of old Keora trees can be identified. • Golpata plantation for central of charlands that have attained the saucer like shape from decade long accretion from earlier plantation, • Baen plantation for areas that are relatively compacted and hard and subjected to saline conditions, a good example being the southern part of Chittagong Coastal Forest Division. • Jhaw plantation for sandy / sand dune areas away from the sea side to avoid obstructing turtle egg laying process. • Non-mangrove species for coastal sites where mangroves would not be favourable. • Plantations in the hilly areas are generally established during July/August, while mangrove plantations are established during August to December.
Bohera	:	Terminalia bellirica
Buffer Zone Plantation	:	Short rotation (10 - 20 years) plantation raised in the hilly sites under participatory approach. The plantation sites have close to habitation
Chikrashi (Chikrassi)	:	Chikrassia tabularis

Cooperative	:	Union based Cooperative organized with the FDGs under ALSFDC and registered with the Department of Cooperatives.
Core Zone Plantation	:	Long rotation (40 - 60 years) plantation raised in the hilly sites away from habitation.
Environmental Management Framework (EMF)	:	EMF has been jointly prepared by BFD and AF in consultation with the stakeholders. It describes the general baseline condition and typical environmental impacts from different types of activities during preparation, design, construction and operation of CRPARP. The EMF has also provided the guidelines to comply with national legislation and WB safeguards policies and defined the environmental requirements needed for reconstruction/ rehabilitation of infrastructure in the forest.
Federation	:	Union based cooperative organized with the members of concerned FDGs under ALSFDC.
Gamar	:	Gmelina arborea
Gewa	:	Excoecaria agallocha
Gorjon	:	Dipterocarpus turbinatus
Jhaw	:	Casuarinas pp.
Kewra	:	Sonneratia apetala
Long Rotation Plantation	:	Plantation established for a period of 40 - 60 years.
Reserved Forest	:	Any forest-land or waste-land or any land suitable for afforestation which is the property of Government, or over which the Government has proprietary rights, or to the whole or any part of the forest-produce of which the Government is entitled, constituted by the Government as reserved forest in the manner provided in the Bangladesh Forest Act 1927.
Short Rotation Plantation	:	Plantation raised for a period of 10 - 20 years.
Social Management Framework (SMF)	:	SMF, jointly prepared by BFD and AF, has dealt with any social safeguard issues that might arise during implementation of CRPARP.
Strip Plantation	:	Plantation raised on the edges of roads, rail-roads and embankments.
Teak	:	Tectona grandis

১৭মাঘ১৪২৬বঙ্গাব্দ।
তারিখ----------
০৩/০২/২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক